Thaschus Cæcilius Cyprianus

De Dominica Oratione

লাতিন পাঠ্য : CORPUS SCRIPTORUM ECCLESIASTICORUM LATINORUM (CSEL)।
CSEL-এর পুস্তক on-line না থাকায়, বিকল্প লাতিন পাঠ্য এই লিংকে পাওয়া যেতে পারে (যা স্থানে স্থানে CSEL-এর পাঠ্য থেকে অবশ্যই কিছুটা ভিন্ন)।

Translation : Sadhu Benedict Moth

Copyright © Sadhu Benedict Moth 2018-2025

AsramScriptorium বাইবেল - উপাসনা - খ্রিষ্টমণ্ডলীর পিতৃগণ
AsramSoftware - Donations
Maheshwarapasha - Khulna - Bangladesh

First digital edition : February 22, 2018

Version 3.3 (April 18, 2025)

AsramScriptorium সময় সময় বইগুলিকে সংশোধন ক'রে উচ্চতর Version নম্বর সহ পুনরায় আপলোড করে। সময় সময় শেষ সংস্করণ চেক করুন।

আপনি যদি বাঁমে বা ডানে বইয়ের সূচীপত্র (Bookmarks) না দেখতে পান, তাহলে এখানে ক্লিক করুন।

থাশিউস কায়েকিলিউস কিপ্রিয়ানুস

প্রভুর প্রার্থনা

সাধু বেনেডিক্ট মঠ

সূচীপত্র

সঙ্কেতাবলি

ভূমিকা

সাধু কিপ্রিয়ানুসের সংক্ষিপ্ত জীবনী

‘প্রভুর প্রার্থনা’

প্রভুর প্রার্থনা

সূচনা

প্রভুর প্রার্থনার ধারাবাহিক ব্যাখ্যা

সমাপ্তি

সঙ্কেতাবলি

পুরাতন নিয়ম

আদি (আদিপুস্তক)
যাত্রা (যাত্রাপুস্তক)
যোশুয়া
বিচারক (বিচারকগণ)
১ রাজা (রাজাবলি ১ম পুস্তক)
২ রাজা (রাজাবলি ২য় পুস্তক)
সাম (সামসঙ্গীত-মালা)
উপ (উপদেশক)
পরমগীত (পরম গীত)
ইশা (ইশাইয়া)
যেরে (যেরেমিয়া)
বিলাপ (বিলাপ-গাথা)
জাখা (জাখারিয়া)
মালা (মালাখি)

নূতন নিয়ম

মথি (মথি-রচিত সুসমাচার)
মার্ক (মার্ক-রচিত সুসমাচার)
লুক (লুক-রচিত সুসমাচার)
যোহন (যোহন-রচিত সুসমাচার)
প্রেরিত (প্রেরিতদের কার্যবিবরণী)
রো (রোমীয়দের কাছে পলের পত্র)
১ করি (করিন্থীয়দের কাছে পলের ১ম পত্র)
২ করি (করিন্থীয়দের কাছে পলের ২য় পত্র)
গা (গালাতীয়দের কাছে পলের পত্র)
এফে (এফেসীয়দের কাছে পলের পত্র)

ফিলি (ফিলিপ্পীয়দের কাছে পলের পত্র)

কল (কলসীয়দের কাছে পলের পত্র)

তীত (তীতের কাছে পলের পত্র)

হিব্রু (হিব্রুদের কাছে পত্র)

১ পি (পিতরের ১ম পত্র)

১ যোহন (যোহনের ১ম পত্র)

প্রকাশ (ঐশপ্রকাশ পুস্তক)

ভূমিকা

সাধু কিপ্রিয়ানুসের সংক্ষিপ্ত জীবনী

সাধু কিপ্রিয়ানুস (তিনি সাধু 'সিপ্রিয়ান' বলেও পরিচিত) ২০০ অথবা ২১০ সালে রোম-সাম্রাজ্যের নুমিদিয়া প্রদেশের (বর্তমানকালীন তুনিসিয়া দেশের) কার্থাগো শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি থাশিউস বংশের সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। থাশিউস বংশ মূলত ছিল উত্তর আফ্রিকার আদিবাসী 'আমাজিঘ' জাতির এক বংশ যারা রোম সাম্রাজ্যের আগমনে রোমীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য আপন করে রোমীয় সামাজিক জীবনধারা অনুসারে চলত। কিপ্রিয়ানুসের পরিবার খ্রিষ্টিয়ান ছিল না।

উচ্চশিক্ষা লাভ করার পর তিনি সুবক্তা বলে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন, কিন্তু শহরবাসীদের ও সরকারী কর্মচারীদের নিছক নৈতিকতা লক্ষ করে কায়েকিলিয়ানুস নামক একজন খ্রিষ্টিয়ান প্রবীণ (অর্থাৎ পুরোহিত) দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নিজের বেশির ভাগ সম্পত্তি গরিবদের মধ্যে বিলি করে দিয়ে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তিনি বাপ্তিস্মের সময়ে (সম্ভবত পাস্কাপর্বের রাতে ১৮ই এপ্রিল ২৪৬ সালে) সেই প্রবীণদের নাম নিজের নাম বলে আপন করে নেন, তথা থাশিউস কায়েকিলিউস।

তাঁর বাপ্তিস্মের কিছু দিন পর তাঁকে প্রবীণ পদ আরোপ করা হয়; ২৪৯ সালে শহরের সকল খ্রিষ্টভক্তের প্রস্তাবনায় তিনি বিশপ পদে উন্নীত হন, এবং ১৪ই সেপ্টেম্বর ২৫৮ সালে খ্রিষ্টিয়ানদের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর নির্যাতনের সময়ে শিরোশ্ছেদন-দণ্ডে দণ্ডিত হয়ে সাক্ষ্যমরের গৌরবমালা অর্জন করেন।

'প্রভুর প্রার্থনা'

জীবনকালে সাধু কিপ্রিয়ানুস নানা ধর্মীয় পুস্তিকা লেখেন। সেগুলোর মধ্যে 'প্রভুর প্রার্থনা' নামক পুস্তক সেসময় থেকে আজকাল পর্যন্ত যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করে আসছে। তাঁর অন্যান্য পুস্তিকাতে যেমন, প্রভুর প্রার্থনাতেও তেমন তিনি বারবার নিজ

ধর্মীয় অগ্রাধিকার তুলে ধরেন, তথা খ্রিষ্টমণ্ডলীর ঐক্য ও খ্রিষ্টভক্তদের মধ্যকার একাত্মতা।

প্রখ্যাত প্রাচীন লেখক তের্তুল্লিয়ানুস 'প্রার্থনা প্রসঙ্গ' নামক একটি পুস্তিকা লিখেছিলেন যাতে প্রভুর প্রার্থনা ব্যাখ্যা করেছিলেন। তের্তুল্লিয়ানুসকে অনেক ক্ষেত্রে নিজের আদর্শ বলে মান্য করছিলেন বিধায় সাধু কিপ্রিয়ানুসও নিজের 'প্রভুর প্রার্থনা' পুস্তিকা লিখতে গিয়ে তের্তুল্লিয়ানুসের লেখার কাঠামো ও ব্যাখ্যা মোটুমুটি অনুসরণ করেন।

প্রথম অংশে (১-৬) তিনি প্রভুর প্রার্থনাকে সমস্ত প্রার্থনার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে অধিক গভীরতম প্রার্থনা বলে উপস্থাপন করেন; উপরন্তু প্রভুর প্রার্থনা হল আমাদের যত যাচনা পূরণ করার জন্য সবচেয়ে কার্যকর প্রার্থনা; এবং তাতে নিহিত রয়েছে সমস্ত খ্রিষ্টবিশ্বাসের সারকথা।

দ্বিতীয় অংশে (৭-২৭), তের্তুল্লিয়ানুসের নমুনা অনুসরণ করে তিনি প্রভুর প্রার্থনার প্রধান সাতটি বচন যথাক্রমে ব্যাখ্যা করেন।

তৃতীয় অংশে (২৮-৩৬) তিনি প্রার্থনা সংক্রান্ত কয়েকটি সাধারণ বিষয় তুলে ধরেন ও আমাদের বলেন প্রার্থনা কেমন হওয়া উচিত, তথা,

- আমাদের প্রার্থনা হওয়া উচিত অবিরত ও নিষ্ঠা দ্বারা চিহ্নিত। খ্রিষ্ট প্রভু নিজেই তেমন প্রার্থনার আদর্শ।
- আমাদের প্রার্থনা হওয়া উচিত হৃদয়-মন থেকে উৎসারিত ও সজাগ মনোভাব দ্বারা চিহ্নিত, অর্থাৎ মিসার নমুনা অনুসারে যেখানে অনুষ্ঠাতা প্রভুর প্রার্থনা উচ্চারণ করার আগে, 'বন্দনার' শুরুতে, ভক্তদের মন প্রস্তুত করার জন্য বলেন 'তোমাদের হৃদয় উত্তোলন কর' আর প্রত্যুত্তরে জনগণ বলে 'আমাদের হৃদয় প্রভুর প্রতি উত্তোলিত'।
- তোবিয়াস ও কর্নেলিউসের প্রার্থনার মত প্রার্থনাকে হতে হবে দয়াকর্ম ও অর্থদানের সঙ্গে সংযুক্ত।
- খ্রিষ্ট, প্রেরিতদূতগণ ও সাধু পলের আদর্শ অনুসারে প্রার্থনা দিনের প্রতিটি ঘণ্টায়, বিশেষভাবে মণ্ডলীর নির্ধারিত তৃতীয়, ষষ্ঠ ও নবম ঘণ্টায় (অর্থাৎ পূর্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ প্রহরে) সম্পাদিত হওয়া উচিত; আর অবশ্যই, প্রভাতে ও সন্ধ্যায়ও আমাদের প্রার্থনা করা উচিত।

কার্থাগোর বিশপ

সাক্ষ্যমর

সাধু থাশিউস কায়েকিলিউস কিপ্রিয়ানুসের

প্রভুর প্রার্থনা বিষয়ক পুস্তক

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬

সূচনা

১। প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, সুসমাচারের আদেশগুলো সত্যিকারে এমন ঐশনির্দেশ, আশা গড়ার জন্য ভিত্তি, বিশ্বাস সুস্থির করার জন্য অবলম্বন, হৃদয়কে তৃপ্তি দেবার জন্য পুষ্টিকর খাদ্য, পথ সঠিক করার জন্য হাল, পরিত্রাণ পাবার জন্য উপায়, যা এ পৃথিবীতে বিশ্বাসীদের মন উদ্বুদ্ধ ক'রে স্বর্গরাজ্যে তাদের চালিত করে।

ঈশ্বর নিজেই চাইলেন অনেক কিছু তাঁর দাস সেই নবীদের মধ্য দিয়েই প্রচারিত ও শ্রুত হবে; কিন্তু কতই না মহত্তর সেই সবকিছু যা স্বয়ং পুত্র প্রচার করেন; কতই না উচ্চতর সেই সবকিছু যা সেই ঈশ্বরের বাণী যিনি নবীদের অন্তরে বিদ্যমান ছিলেন, নিজের কণ্ঠস্বরেই ঘোষণা করেন; তিনি তো এখন আগমনকারী নিজেরই জন্য পথ প্রস্তুত করতে কাউকে প্রেরণ করেন না, তিনি নিজেই বরং আসছেন ও আমাদের জন্য পথ খুলে দিচ্ছেন ও দেখাচ্ছেন, যাতে আমরা যারা আগে ছিলাম মৃত্যু-ছায়ায় ভ্রান্তপথগামী [ক], দিশেহারা ও অন্ধ, এখন অনুগ্রহের আলোতে আলোকিত হয়ে প্রভুর পরিচালনা ও সহায়তায় জীবন-পথ ধরে চলতে পারি।

২। তাঁর সেই যে নানা পরিত্রাণদায়ী নির্দেশ ও ঐশআদেশের মধ্য দিয়ে তিনি পরিত্রাণলাভের জন্য আপন জনগণকে সহায়তা করলেন, সেগুলির মধ্যে প্রার্থনার নিয়মও দিলেন: তিনি নিজে ইঙ্গিত ও শিক্ষা দিলেন আমাদের কী যাচনা করা উচিত। যিনি জীবন দান করলেন, তাঁর সেই মঙ্গলময়তার খাতিরে যা অনুসারে আগেও সবকিছু দিতে ও মঞ্জুর করতে প্রসন্ন হয়েছিলেন, এবার তিনি প্রার্থনাও করতে শেখালেন, যেন আমরা পিতার কাছে পুত্রের শেখানো প্রার্থনা ও যাচনা নিবেদন করলে আমাদের কথা আরও নিশ্চিত ভাবে গ্রাহ্য করা হয়।

আগে থেকেই তিনি বলেছিলেন, এমন সময় আসবে যখন সত্যকার উপাসকেরা পিতাকে আত্মা ও সত্যের শরণে উপাসনা করবে [ক]; আর তিনি সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করলেন, যেন আমরা যারা তাঁর পবিত্রীকরণ গুণে আত্মা ও সত্য লাভ করেছি, তাঁর অবদান গুণেই সত্যিকারে ও আত্মিক ভাবে উপাসনা করতে পারি।

কেননা কোন্ প্রার্থনা আরও আত্মিক হতে পারে সেই প্রার্থনার চেয়ে যা সেই স্বয়ং প্রভুই আমাদের দান করলেন যিনি পবিত্র আত্মাকেও আমাদের কাছে প্রেরণ করলেন? পিতার কাছে আর কোন্ যাচনা সত্যময় হতে পারে সেই যাচনার চেয়ে যা সেই পুত্রেরই মুখে উচ্চারিত হল যিনি স্বয়ং সত্য? [খ]। তিনি যেভাবে প্রার্থনা করতে শেখালেন, অন্যভাবে প্রার্থনা করা যে অজ্ঞতা শুধু নয়, দোষও বটে—যেমন তিনি নিজে স্পষ্টভাবে বলেছিলেন: *মানুষের পরম্পরাগত বিধিনিয়ম পালন করার জন্য আপনারা ঈশ্বরের আজ্ঞা সরিয়ে দেন* [গ]।

৩। সুতরাং প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, এসো, আমরা সেইভাবে প্রার্থনা করি যেইভাবে আমাদের গুরু ঈশ্বর শেখালেন। তাঁর আপন কথা দিয়ে ঈশ্বরকে অনুনয় করা ও খ্রিষ্টের প্রার্থনা তাঁর কর্ণগোচর করা সত্যিই সহায়ক ও অন্তরঙ্গ প্রার্থনা। আমরা প্রার্থনা করলে পিতা তাঁর আপন পুত্রের কথা চিনে নেন; যিনি আমাদের হৃদয়ে বাস করেন, তিনি যেন আমাদের কণ্ঠেও উপস্থিত হন; আর যখন তিনি হলেন পিতার কাছে আমাদের পাপের জন্য সহায়ক [ক], তখন এসো, পাপী বলে আমরা আমাদের অপরাধের জন্য প্রার্থনাকালে আমাদের সহায়কের কথা উপস্থাপন করি। তিনি যখন বললেন, আমরা তাঁর নামে পিতার কাছে যা কিছু যাচনা করব, তিনি তা আমাদের দান করবেন [খ], তখন খ্রিষ্টের

নামে যা যাচনা করব তা আরও নিশ্চিতভাবে পেতে পারব যদি তাঁর নিজের প্রার্থনা দিয়েই যাচনা করি (গ)।

৪। যারা প্রার্থনা করে, তাদের কথা ও যাচনা এমন পদ্ধতি অনুসারে পরিবেশন করা উচিত যাতে শান্তভাব ও সম্ভ্রম বিশেষ স্থানের অধিকারী হতে পারে। আমাদের ভাবা উচিত, আমরা ঈশ্বরের সম্মুখেই আছি: দেহের ভঙ্গি ও কণ্ঠের সুর দু'টোই ঈশ্বরের চোখে গ্রহণযোগ্য হওয়া চাই। বস্তুতপক্ষে, একদিকে উচ্ছৃঙ্খলভাবে চিৎকার করা যেমন দাম্ভিকের লক্ষণ, অন্যদিকে বিনম্র যাচনা নিবেদনে প্রার্থনা করা তেমনি শালীন স্বভাবই-মানুষের শোভা পায়। পরিশেষে, আপন শিক্ষায় প্রভু আমাদের একাকী হয়ে, গোপন ও নির্জন স্থানে, এমনকি নিজেদের কক্ষেই (ক) প্রার্থনা করতে আদেশ করেছেন। কেননা বিশ্বাসের প্রকৃত চিহ্নই আমরা যেন এ জানি যে, ঈশ্বর সর্বত্রই উপস্থিত, সকলকে শোনেন ও দেখেন, ও তাঁর মাহাত্ম্যের পূর্ণতা গুণে তিনি গোপন ও আচ্ছন্ন সমস্ত কিছুর মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন, যেমনটি লেখা আছে: *আমি নিকটবর্তী ঈশ্বর, দূরবর্তী ঈশ্বর নই। মানুষ গুপ্ত স্থানে লুকিয়ে থাকলেও আমি কি তাকে দেখব না? স্বর্গ ও মর্ত কি আমাতে পরিপূর্ণ নয়?* (খ)। আরও লেখা আছে, *ঈশ্বরের চোখ সর্বস্থানেই রয়েছে, তা অপকর্মা ও ভাল সকলকেই তলিয়ে দেখে* (গ)।

আর যখন আমরা ভাইদের সঙ্গে এক হয়ে সম্মিলিত হই ও ঈশ্বরের যাজকের সঙ্গে ঐশযজ্ঞ উদ্‌যাপন করি, তখন আমাদের শালীনতা ও সুশৃঙ্খলা বিষয়ে সচেতন হতে হবে: এলোমেলো কণ্ঠে প্রার্থনা এদিক ওদিক বাতাসে উড়িয়ে দিতে নেই; আবার, যে মিনতি প্রকৃতপক্ষে বিনম্রভাবেই ঈশ্বরের হাতে সঁপে দেওয়ার কথা তা অধিক উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করাও মানায় না, কারণ ঈশ্বর কণ্ঠের নন, হৃদয়েরই শ্রোতা; আর যিনি চিন্তা-ভাবনা দেখেন, তীব্রতর কণ্ঠেই তাঁকে কিছু স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার নেই; প্রভু নিজে সপ্রমাণ দিয়ে এবিষয়ে বলেন, *তোমরা কেন মনে মনে তেমন মন্দ ভবনা ভাবছ?* (ঘ)। আবার অন্য স্থানে: *সকল মণ্ডলী জানতে পরবে, আমি অন্তর ও হৃদয় তলিয়ে দেখি* (ঙ)।

৫। এজন্য প্রথম রাজাবলি পুস্তকে মণ্ডলীর প্রতীক সেই আন্না সেই সব কিছু অন্তরে গেঁথে রাখেন ও রক্ষা করেন যা ঈশ্বরের কাছে উচ্চকণ্ঠের যাচনায় নয় বরং নীরব ও নম্র

ভাবেই তাঁর নিজের বুকের অন্ধকারে প্রার্থনা করছিলেন। তিনি গুপ্ত যাচনায় কিন্তু প্রকাশ্য বিশ্বাসেই প্রার্থনা করছিলেন, কণ্ঠ দিয়ে নয়, হৃদয় দিয়েই প্রার্থনা করছিলেন, কেননা তিনি জানতেন, ঈশ্বর শুনতে পারছিলেন; আর তিনি যা যাচনা করছিলেন, তা পরিপূর্ণরূপেই পেলেন, কারণ বিশ্বাস গুণেই প্রার্থনা করেছিলেন। পবিত্র শাস্ত্র স্পষ্টভাবেই একথা বর্ণনা করে: *তিনি মনে মনে প্রার্থনা করছিলেন, শুধু তাঁর ঠোঁট দু'টোই নড়ছিল, কিন্তু তাঁর গলা শোনা যাচ্ছিল না, আর প্রভু তাঁকে স্পষ্টই শুনলেন* [ক]। একই কথা সামসঙ্গীতেও পড়ি: *হৃদয়গভীরে কথা বল, ও শয্যায় শুয়ে অনুতপ্ত হও* [খ]। যেরেমিয়ার মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মা এই পরামর্শ দিয়ে শেখান, প্রভু, *বিবেক-গভীরেই তোমাকে আরাধনা করা উচিত* [গ]।

৬। অতএব, হে প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, যে প্রার্থনা করে, সে যেন এই কথাও জেনে নেয়, তথা সেই কর-আদায়কারী মন্দিরে ফরিশীর সঙ্গে কীভাবে প্রার্থনা করছিল। স্পর্ধার সঙ্গে স্বর্গের দিকে চোখ তুলে নয়, দুঃসাহস ভরে হাত দু'টো খাড়া করেও নয়, কিন্তু বুক চাপড়াতে চাপড়াতে ও অন্তরে রুদ্ধ নিজ পাপকর্মের নিন্দা করেই সে ঐশকৃপার সহায়তা মিনতি করছিল; আর ফরিশী নিজেকে নিয়ে প্রীত ছিল, কর-আদায়কারী কিন্তু অধিক আশীর্বাদের যোগ্য হয়ে উঠল, কারণ পরিত্রাণের আশা নিজের নিরপরাধিতার ভরসায় রাখেনি, কেননা নিরপরাধী বলতে কেউই নেই; সে বরং পাপ স্বীকার করার পরেই বিনম্রতার সঙ্গে প্রার্থনা করল। তাই যিনি বিনম্রদের ক্ষমা দান করেন, তিনি তার প্রার্থনায় সাড়া দিলেন।

একথা প্রভুর সুসমাচারে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়; লেখা আছে: *দু'জন লোক প্রার্থনা করতে মন্দিরে গেল: একজন ফরিশী, আর একজন কর-আদায়কারী। ফরিশী সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মনে মনে এভাবেই প্রার্থনা করছিলেন, ঈশ্বর, আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই যে, আমি অন্য সকল লোকের মত নই—ওরা যে অসৎ, চোর, ব্যভিচারী;—কিংবা ওই কর-আদায়কারীর মতও নই। আমি সপ্তাহে দু'বার উপবাস করি, সমস্ত আয়ের দশমাংশ দান করি। অপরদিকে কর-আদায়কারী দূরে দাঁড়িয়ে স্বর্গের দিকে চোখ তুলতেও সাহস পাচ্ছিল না, বরং বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বলছিল, ঈশ্বর, আমার প্রতি দয়া কর, আমি যে পাপী। আমি তোমাদের বলছি, এই লোক ধর্মময় বলে*

সাব্যস্ত হয়ে বাড়ি ফিরে গেল, ওই ফরিশী নয়; কেননা যে কেউ নিজেকে উচ্চ করে, তাকে নত করা হবে; কিন্তু যে নিজেকে নত করে, তাকে উচ্চ করা হবে (ক)।

প্রভুর প্রার্থনার ধারাবাহিক ব্যাখ্যা

৭। প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, পবিত্র পাঠ থেকে এই সমস্ত কিছু শিখে এবং প্রার্থনার জন্য কেমন মনোভাব আবশ্যক তাও জানতে পেরে, এসো, কীবা প্রার্থনা করা উচিত তা প্রভুর শিক্ষা থেকে শিখে নিই। তিনি বলেন: *তোমরা এভাবে প্রার্থনা কর:*

হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা,
তোমার নাম পবিত্রিত হোক,
তোমার রাজ্য আসুক,
তোমার ইচ্ছা স্বর্গে ও মর্তে পূর্ণ হোক।
আমাদের দৈনিক রুটি আজ আমাদের দাও;
এবং আমাদের ঋণ ক্ষমা কর,
যেমন আমরাও আমাদের কাছে ঋণী যারা তাদের ক্ষমা করি;
আর আমরা প্রলোভনে চালিত হব তা হতে দিয়ো না,
কিন্তু অনর্থ থেকে আমাদের নিস্তার কর।
আমেন (ক)।

৮। সর্বপ্রথমে, শান্তির আচার্য ও ঐক্যের গুরু এমনটি চাইলেন না যে, প্রার্থনা আত্মকেন্দ্রীভূত ও ব্যক্তিস্বতন্ত্র হবে, অর্থাৎ তিনি চাইলেন না যে, যে প্রার্থনা করে, সে ঠিক যেন কেবল নিজেরই জন্য প্রার্থনা করে। আমরা তো বলি না: 'হে আমারই স্বর্গস্থ পিতা;' এও বলি না, 'আমারই দৈনিক রুটি আজ আমাকে দান কর;' আবার, কেউই যাচনা করে না যেন শুধু তার নিজেরই ঋণ ক্ষমা করা হয় বা তাকেই মাত্র যেন প্রলোভনে চালিত না করা হয় কিংবা সে-ই মাত্র যেন অনর্থ থেকে নিস্তার পেতে পারে। আমাদের প্রার্থনা উন্মুক্ত ও সার্বজনীন; আর যখন আমরা প্রার্থনা করি, তখন কেবল একজনের জন্য নয়, গোটা জনগণের জন্যই প্রার্থনা করি, কারণ আমরা গোটা জনগণই এক।

যিনি ঐক্য বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন, সেই শান্তির ঈশ্বর ও একাত্মতার গুরু চাইলেন প্রত্যেকজন সকলের জন্য প্রার্থনা করবে, যেভাবে একা তিনি নিজের মধ্যে সকলকে বহন করলেন (ক)। অগ্নিচুল্লিতে রুদ্ধ সেই তিনজন যুবক মিনতিতে এককণ্ঠ হয়ে ও আত্মায় একমন একপ্রাণ হয়ে প্রার্থনার এই নিয়ম পালন করেছিলেন। পবিত্র শাস্ত্র যখন আমাদের অবগত করে কীভাবে সেই তিনজন প্রার্থনা করছিলেন, তখন আমাদের এমন একটা দৃষ্টান্ত দেয় যা প্রার্থনায় আমাদের অনুকরণ করা উচিত যাতে আমরাও সেইমত করি। শাস্ত্রের বাণী: *তখন সেই তিনজন এককণ্ঠেই যেন স্তুতিগান করছিলেন ও ঈশ্বরকে ধন্য বলছিলেন* (খ)। তাঁরা এককণ্ঠেই যেন প্রার্থনা করছিলেন, অথচ তখনও খ্রিষ্ট তাঁদের প্রার্থনা করতে শেখাননি!

সেইভাবে প্রার্থনা করছিলেন বিধায়ই তাঁদের প্রার্থনা সার্থক ও কার্যকারী হল, কারণ শান্তিপূর্ণ, সরল ও আত্মিক হওয়ায় তাঁদের প্রার্থনা প্রভুর কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল। আমরা দেখি, প্রভুর স্বর্গারোহণের পরে প্রেরিতদূতেরাও শিষ্যদের সঙ্গে এভাবে প্রার্থনা করছিলেন; শাস্ত্রে লেখা আছে, *তাঁরা সকলে, ও তাঁদের সঙ্গে কয়েকজন নারী, যিশুর মা মারীয়া ও তাঁর ভাইয়েরা, একমন হয়ে প্রার্থনায় নিষ্ঠাবান ছিলেন* (গ)। তাঁরা একাত্ম হয়ে প্রার্থনায় নিষ্ঠাবান ছিলেন, তাতে প্রার্থনা ও একাত্মতার দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে ঘোষণা করছিলেন যে, যিনি মানুষকে গৃহে একাত্ম করে বাস করান (ঘ), সেই ঈশ্বর স্বর্গীয় শাশ্বত গৃহে তাদেরই মাত্র গ্রহণ করেন যারা একাত্ম হয়ে প্রার্থনা করে।

৯। প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, প্রভুর প্রার্থনার রহস্য কতগুলো ও কতই না মহান! স্বল্পকথার একটা বাক্যেই গৃহীত হয়েও তবু সেই রহস্যগুলো আত্মিক শক্তিতে পরিপূর্ণ। স্বর্গীয় তত্ত্ব বিষয়ে এমন কিছু নেই, যা আমাদের এই প্রার্থনা ও যাচনায় স্থান না পেয়ে থাকে। তিনি বললেন, *তোমাদের এভাবে প্রার্থনা করা উচিত*: **হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা** (ক)।

সেই যে নবমানুষ নবজন্ম লাভ করেছে ও তাঁর ঈশ্বর দ্বারা তাঁর অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সে সর্বপ্রথমে ‘পিতা’ বলে, কারণ ইতিমধ্যে সে তাঁর সন্তান হতে লাগল। লেখা আছে, *তিনি নিজের অধিকারের মধ্যে এলেন, কিন্তু তাঁর আপনজনেরা তাঁকে গ্রহণ করেনি। যারা তাঁকে গ্রহণ করল, তিনি তাদের দিলেন ঈশ্বরসন্তান হওয়ার অধিকার, [সেই অধিকার তাদেরই দিলেন] যারা তাঁর নামে বিশ্বাসী* (খ)। সুতরাং, তাঁর

নামে যে বিশ্বাস করল ও ঈশ্বরসন্তান হয়ে উঠল, তাকে এখান থেকেই শুরু করতে হবে: সে ধন্যবাদ জানাবে; আর সে যখন বলে যে ঈশ্বরই তাঁর স্বর্গস্থ পিতা, তখন নিজেকে ঈশ্বরসন্তান বলে ঘোষণা করবে। আরও, নবজন্মের পরে তার প্রথম উচ্চারিত কথাগুলোর মধ্যে সে এবিষয়ে সাক্ষ্য দেবে যে, সে মর্ত ও দৈহিক পিতাকে প্রত্যাখ্যান করেছে ও একথা জানতে শুরু করেছে যে, তার কেবল এক পিতা আছেন যিনি স্বর্গে রয়েছেন, যেমনটি লেখা আছে: *যারা আপন পিতামাতাকে বলে, আমি তোমাদের চিনি না, ও নিজেদের সন্তানদের নিজেদের বলে স্বীকার করে না, তারাই তোমার আজ্ঞাগুলি মেনে নিয়েছে ও তোমার সন্ধি পালন করেছে* (গ)। নিজের সুসমাচারে প্রভুও আমাদের এ নির্দেশ দিয়েছেন আমরা যেন এই মর্তে কোন মানুষকে আমাদের *পিতা বলে না ডাকি, কেননা আমাদের পিতা একজনমাত্র, আর তিনি স্বর্গে রয়েছেন* (ঘ)। আর যে শিষ্য তার নিজের মৃত পিতার কথা উল্লেখ করেছিল, তাকে তিনি উত্তরে বলেছিলেন, *মৃতেরাই নিজ নিজ মৃতদের সমাধি দিক* (ঙ)। কেননা সেই শিষ্য বলেছিল, তার পিতা মারা গেছিল। অথচ বিশ্বাসীদের পিতা জীবিত!

১০। প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, স্বর্গে যিনি রয়েছেন, তাঁকে যে পিতা বলে ডাকতে হয়, তেমন কথা মেনে নেওয়া ও উপলব্ধি করা-ই তো যথেষ্ট নয়; বরং আমরা ‘আমাদের’ কথাটাও যোগ দিই ও উচ্চারণ করি; এর অর্থ: তিনি বিশ্বাসীদের পিতা, অর্থাৎ তাদেরই পিতা যারা তাঁর দ্বারা পবিত্রীকৃত হয়ে ও আত্মিক অনুগ্রহের নবজন্ম দ্বারা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে ঈশ্বরের সন্তান হতে শুরু করেছে। তাছাড়া একথা ইহুদীদের ভর্ৎসনা ও দণ্ডিত করে, কেননা যাঁর কথা তাদের কাছে নবীদের দ্বারা প্রচারিত হয়েছিল ও যিনি তাদেরই কাছে প্রথম প্রেরিত হয়েছিলেন, তারা অবিশ্বাস করে সেই খ্রিষ্টকে অবজ্ঞা করেছিল শুধু নয়, নিষ্ঠুরতার সঙ্গে মৃত্যুদণ্ডেও দণ্ডিত করেছিল; তারা তো এখন ঈশ্বরকে নিজেদের পিতা বলে ডাকতে পারেই না, কেননা প্রভু নিজে তাদের লজ্জিত করে ও তাদের ভুল তুলে ধরে বলেন, *তোমরা তোমাদের পিতা সেই দিয়াবল থেকেই উদ্গত, ও তোমাদের সেই পিতার অভিলাষ পূরণ করতেই ইচ্ছা কর। সে আদি থেকেই ছিল নরঘাতক, সত্যের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই নেই, কারণ তার নিজের মধ্যেই যে সত্য নেই* (ক)। এবং নবী ইশাইয়ার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর রোষভরে চিৎকার করে বলেন, *আমি সন্তানদের জন্ম দিয়েছি,*

তাদের লালন-পালন করেছি; তারা কিন্তু আমাকে অবজ্ঞাই করল। বলদ তার মনিবকে জানে, গাধাও তার প্রভুর জাবপাত্র জানে, কিন্তু ইস্রায়েল আমাকে জানতে পারেনি, আমার জনগণ আমাকে বুঝতে পারেনি। ধিক্ সেই পাপিষ্ঠ জাতিকে, পাপকর্মে পূর্ণ সেই জনগণকে! আহা, অপকর্মার বংশ, বিকৃত-মনা সন্তানেরা! তোমরা প্রভুকে ত্যাগ করেছ, ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনের ক্রোধ জাগিয়ে তুলেছ (খ)। এদের প্রত্যাখ্যান করে আমরা খ্রিষ্টিয়ান যখন প্রার্থনা করি তখন বলি 'আমাদের' পিতা, কেননা তিনি আমাদেরই হতে শুরু করেছেন ও ইহুদীদের পিতা হতে শেষ করেছেন যেহেতু তারা তাঁকে ত্যাগ করেছে। তাছাড়া পাপিষ্ঠ এক জনগণ সন্তান হতে পারে না, বরং 'সন্তান' নামটা তাদেরই উপরে আরোপিত পাপের ক্ষমা যাদের মঞ্জুর করা হয়েছে ও যাদের প্রতি অমরতা নতুনভাবে প্রতিশ্রুত, যেমনটি আমাদের প্রভুর নিজের এবাণীতে ব্যক্ত: *যে কেউ পাপ করে, সে পাপের ক্রীতদাস। ক্রীতদাস তো চিরকাল ধরে ঘরে থাকে না, সন্তানই চিরকাল ধরে থাকে* (গ)।

১১। আহা, প্রভুর করুণা কতই না মহান, আমাদের প্রতি তাঁর প্রসন্নতা ও মঙ্গলময়তা কতই না উদার যে, তিনি চাইলেন, আমরা ঈশ্বরের সম্মুখেই প্রার্থনা উদ্‌যাপন করব, প্রভুকে পিতা বলে ডাকব, ও খ্রিষ্ট যেমন ঈশ্বরপুত্র তেমনি আমরাও ঈশ্বরপুত্র বলে অভিহিত হব! প্রার্থনাকালে তেমন নাম আমরা কেউই উচ্চারণ করতেও সাহস করতাম না, তিনি নিজে যদি না আমাদের এভাবে প্রার্থনা করতে সম্মতি দিতেন। অতএব, প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, আমাদের একথা মনে রাখতে হবে ও জানতেই হবে যে, আমরা যখন ঈশ্বরকে পিতা বলে ডাকি, তখন ঈশ্বরের সন্তান রূপেই আমাদের ব্যবহার করতে হবে, যাতে আমরা যেমন ঈশ্বরকে পিতা বলেই পেয়েছি বিধায় আনন্দিত, তেমনি তিনিও যেন আমাদের নিয়ে আনন্দিত হতে পারেন।

এসো, এমনভাবে জীবনধারণ করি আমরা নিজেরাই যেন ঈশ্বরের মন্দির, যাতে প্রকাশ পেতে পারে যে প্রভু আমাদের অন্তরে বাস করেন। আমাদের কাজকর্মও যেন আত্মার প্রতিদ্বন্দ্বী না হয়, যাতে করে আমরা যারা আত্মিক ও স্বর্গীয় হতে শুরু করেছি, কেবল আত্মিক ও স্বর্গীয় বিষয়েই চিন্তামগ্ন ও কর্মরত থাকি; কেননা প্রভু ঈশ্বর নিজে বললেন, *যারা আমাকে সম্মান করবে, আমি তাদের সম্মান করব, আর যারা আমাকে*

অবজ্ঞা করবে, তারা অবজ্ঞার বস্তু হবে (ক)। নিজের পত্রে ধন্য প্রেরিতদূতও একথা বলেন, *তোমরা নিজেদের নও, কেননা মহামূল্য দিয়ে তোমাদের কিনে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং তোমাদের দেহে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত কর* (খ)।

১২। এরপরে আমরা বলি: **তোমার নাম পবিত্রিত হোক** (ক)। আমরা যে ঈশ্বরের মঙ্গলার্থে এমন শুভেচ্ছা জানাই তিনি যেন আমাদের প্রার্থনা দ্বারা পবিত্রিত হন, তেমন নয়; আমরা বরং প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি যেন আমাদের অন্তরেই তাঁর নাম পবিত্রিত হয়। তাছাড়া, যিনি পবিত্রতা দানকারী, সেই ঈশ্বর কার্ দ্বারাই বা পবিত্রিত হতে পারেন? তবু যেহেতু তিনি বললেন, *পবিত্র হও, কারণ আমি নিজে পবিত্র* (খ), সেজন্য আমরা প্রার্থনা ও মিনতি করি, বাপ্তিস্মে পবিত্রিত হয়ে আমরা যা হতে শুরু করেছি, তা-ই বলে যেন অনুক্ষণ থাকতে পারি। আর এই লক্ষ্যে আমরা প্রতিদিন প্রার্থনা করি, কারণ দৈনিক পবিত্রীকরণ আমাদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন, যেন আমরা যারা প্রতিদিন অপরাধ করি, অবিরত পবিত্রীকরণ দ্বারা আমাদের অপরাধ থেকে শুচিশুদ্ধ হয়ে উঠতে পারি।

ঈশ্বরের প্রসন্নতা দ্বারা আমাদের অন্তরে যে কী প্রকার পবিত্রীকরণ সাধিত হয়, একথা ব্যাখ্যা করে প্রেরিতদূত বলেন, *যারা যৌন-ক্ষেত্রে দুশ্চরিত্র, পৌত্তলিক, ব্যভিচারী, সব প্রকার সমকামী, চোর, কৃপণ, মাতাল, পরনিন্দুক, প্রবঞ্চক, তারা কেউই ঈশ্বরের রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে না। আর তোমরা কেউ কেউ তেমন লোক ছিলে; কিন্তু প্রভু যিশু খ্রিষ্টের নামে ও আমাদের ঈশ্বরের আত্মায় তোমরা ধৌত হয়েছ, পবিত্রিত হয়েছ, তোমাদের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে* (গ)। তিনি বলেন, আমরা প্রভু যিশু খ্রিষ্টের নামে ও আমাদের ঈশ্বরের আত্মায় পবিত্রিত হয়েছি। এ পবিত্রীকরণ যেন আমাদের অন্তরে থাকে, এজন্যই আমরা প্রার্থনা করি; আর যেহেতু আমাদের প্রভু ও বিচারকর্তা যাদের নিরাময় ও সঞ্জীবিত করেছেন তাদের আজ্ঞা দেন তারা যেন আর কখনও ভ্রান্ত না হয় পাছে আরও শোচনীয় কিছু তাদের ঘটে, সেজন্য আমরা অবিরত প্রার্থনায় যাচনা করি ও দিন রাত মিনতি করি, ঈশ্বরের অনুগ্রহ থেকে যে পবিত্রীকরণ ও নবজীবন পেয়েছি, তা যেন তাঁরই রক্ষায় অক্ষুণ্ণ হয়ে থাকতে পারে।

১৩। এরপর প্রার্থনায় একথা আসে: **তোমার রাজ্য আসুক** (ক)। আমরা যেমন প্রার্থনা করি যেন তাঁর নামের পবিত্রতা আমাদের অন্তরে প্রকাশিত হয়, তেমনি যাচনা করি যেন ঈশ্বরের রাজ্য আমাদের কাছে প্রকাশ পায়। কিন্তু এমন সময় কি থাকতে পারে যখন ঈশ্বর রাজত্ব করেন না? আরও, যা সবসময় ছিল ও অস্তিত্ব থেকে কখনও বঞ্চিত হয়নি, তেমন কিছু তাঁর কাছে কখনই বা শুরু হতে পারে? আমরা কিন্তু সেই রাজ্যেরই আগমনের কথা প্রার্থনা করি, যে রাজ্য ঈশ্বর দ্বারা আমাদের কাছে প্রতিশ্রুত হল ও খ্রিষ্টের রক্ত ও যন্ত্রণাভোগের মূল্যে কেনা হল যেন আমরা যারা আগে জগতের সেবা করছিলাম, পরবর্তীতে খ্রিষ্টের রাজত্বকালে রাজত্ব করতে পারি—যেভাবে তিনি একথা বলে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন, *এসো, আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যে তোমরা, জগৎপত্তনের সময় থেকে যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, তা উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ কর* (খ)।

প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, যাঁর আগমন আমরা প্রত্যেক দিন আকাঙ্ক্ষা করি, যাঁর আগমন বিষয়ে আমরা বাসনা করি তা যেন আমাদের কাছে শীঘ্রই প্রকাশ পায়, প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং খ্রিষ্টকেই ঈশ্বরের সেই রাজ্য বলে গণ্য করা যেতে পারে। কেননা তাঁর মধ্যে পুনরুত্থান করি বিধায় যখন তিনি নিজেই পুনরুত্থান, একইপ্রকারে তাঁর মধ্যে রাজত্ব করব বিধায় তখন তাঁকে ঈশ্বরের রাজ্য বলেও গণ্য করা যেতে পারে। তাছাড়া আমরা যুক্তিসঙ্গত ভাবেই তো ঈশ্বরের রাজ্য, অর্থাৎ স্বর্গীয় রাজ্য যাচনা করি, কারণ মর্তও একটা রাজ্য রয়েছে। কিন্তু জগৎকে যে ইতিমধ্যে প্রত্যাখ্যান করে থাকে, মহত্তর কারণে সে তার সম্মান ও রাজ্যও প্রত্যাখ্যান করে থাকে। সুতরাং ঈশ্বর ও খ্রিষ্টের কাছে যে নিজেকে উৎসর্গ করে, সে মর্ত কোন রাজ্য নয়, স্বর্গরাজ্যেরই বাসনা করে। তাই আমাদের অবিরত ও সনির্বন্ধ প্রার্থনা করা দরকার যেন স্বর্গরাজ্য থেকে সরে না পড়ি যেভাবে এই প্রতিশ্রুতি যাদের প্রথম দেওয়া হয়েছিল সেই ইহুদীরা সরে পড়েছিল। বস্তুত প্রভুও একথা প্রমাণিত করে বলেছিলেন: *পূব ও পশ্চিম থেকে বহু লোক আসবে এবং আব্রাহাম, যাকোব ও ইস্‌হাকের সঙ্গে স্বর্গরাজ্যের ভোজে আসন পাবে। কিন্তু রাজ্যের সন্তানেরা সেই বাইরের অন্ধকারে বিক্ষিপ্ত হবে যেখানে রয়েছে কান্না ও দাঁত ঘষাঘষি* (গ)। এতে তিনি দেখান যে, ইহুদীরা বহুদিন ধরে ঈশ্বরের সন্তান বলে গণ্য ছিল,

আগে তারাই ছিল রাজ্যের সন্তানেরা; কিন্তু যখন তাদের মধ্যে পিতার নাম স্বীকৃত হতে শেষ হয়েছিল, সেসময় থেকে রাজ্যও শেষ হয়েছিল; আর এজন্যই খ্রিষ্টিয়ান-আমরা যারা ঈশ্বরকে পিতা বলে ডেকে প্রার্থনাটি শুরু করি, যাচনা করি যেন ঈশ্বরের রাজ্যও আমাদের কাছে আসে।

১৪। এরপরে আমরা এই কথাও বলি: **তোমার ইচ্ছা স্বর্গে ও মর্তে পূর্ণ হোক** (ক), ঈশ্বর যা ইচ্ছা করেন তিনি যেন তাই করেন এজন্য নয়, বরং ঈশ্বর যা ইচ্ছা করেন আমরাই যেন তা পূর্ণ করতে পারি। কেননা এমন কেউ কি থাকতে পারে, যে ঈশ্বরকে তা করতে বাধা দেবে যা তিনি করতে চান? কিন্তু যেহেতু শয়তান আমাদের সবদিক দিয়েই বাধা দেয় যাতে আমরা অন্তরে ও কর্মে কোনও মর্মেই ঈশ্বরকে না প্রণাম করি, সেজন্য আমরা প্রার্থনা ও যাচনা করি যেন ঈশ্বরের ইচ্ছা আমাদের অন্তরে পূর্ণতা লাভ করে; আর তেমন কিছু যেন আমাদের অন্তরে ঘটে, তার জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছাই তো দরকার, অর্থাৎ কিনা তাঁর কাজ ও তাঁর সহায়তা একান্তই প্রয়োজন, কেননা নিজের শক্তিগুণে যে মানুষ বলবান এমন নয়, বরং ঈশ্বরের করুণা ও কৃপা গুণেই মানুষ নিরাপদ। প্রভু নিজেও যে মানব দুর্বলতা বহন করেছিলেন, তার প্রমাণ দেখিয়ে বলেছিলেন, *পিতা, যদি সম্ভব হয়, এই পাত্র আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাক* (খ); কিন্তু তিনি যে নিজের ইচ্ছা নয়, বরং ঈশ্বরেরই ইচ্ছা পালন করছিলেন তেমন দৃষ্টান্ত শিষ্যদের দেখিয়ে বলে চলেছিলেন, *তবু আমার যা ইচ্ছা তা নয়, তোমার যা ইচ্ছা তা-ই হোক।* অন্যত্র তিনি বলেছিলেন, *আমার নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করতে নয়, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ করতে আমি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছি* (গ)। সুতরাং, যখন পুত্র বাধ্য হলেন ও পিতার ইচ্ছা পালন করলেন, তখন দাসের পক্ষে বাধ্য হওয়া ও প্রভুর ইচ্ছা পালন করা আরও কতই না উচিত! আসলে যোহনও তাঁর [প্রথম] পত্রে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করতে সনির্বন্ধ আবেদন জানিয়ে উপদেশ দিয়ে বলেন: *জগৎ বা জগতের কোন কিছুই তোমরা ভালবেসো না! কেউ যদি জগৎকে ভালবাসে, তাহলে পিতার ভালবাসা তার অন্তরে নেই। কেননা জগতের যা কিছু আছে —দেহলালসা, চক্ষুলালসা, ঐশ্বর্যের দম্ভ—এ সমস্ত পিতা থেকে নয়, জগৎ থেকেই উদ্গত। আর জগৎ নিজেই তো লোপ পেতে চলেছে, তার লালসাও তাই, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা যে পালন করে, সে চিরকালস্থায়ী* (ঘ)। আমরা যারা

চিরকালস্থায়ী হতে বাসনা করি, আমাদের উচিত সেই ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করা যিনি চিরকালস্থায়ী।

১৫। ঈশ্বরের ইচ্ছা এ: খ্রিষ্ট যা কিছু করলেন ও শিক্ষা দিলেন, তা-ই, যথা: অন্যের সঙ্গে সম্পর্কে বিনম্রতা, বিশ্বাসে স্থৈর্য, কথাবার্তায় শালীনতা, ব্যবসায় ন্যায়, কাজকর্মে দয়া, আচরণে সুশৃঙ্খলা। আরও, কারও ক্ষতি না করা ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ক্ষমা করা; ভাইদের সঙ্গে শান্তি বজায় রাখা, সমস্ত শক্তি দিয়ে ঈশ্বরকে ভালবাসা: তাঁকে পিতা বলে ভালবাসা, ও প্রভু বলে ভয় করা; খ্রিষ্টপ্রেমের চেয়ে কিছুতেই প্রাধান্য না দেওয়া, কারণ তিনিও আমাদের প্রতি ভালবাসার চেয়ে কিছুতে প্রাধান্য দেননি। ঈশ্বরের ইচ্ছা, তাঁর ভালবাসায় নিত্য আসক্ত থাকা, সাহসের সঙ্গে তাঁর ক্রুশের ধারে বিশ্বস্তভাবে থাকা, তাঁর নাম বা তাঁর সম্মান বিচারের বস্তু হলে তাঁর বিষয়ে দৃঢ় সাক্ষ্য দেওয়া, তাঁর জন্য সংগ্রাম করতে গিয়ে শুভ উদ্দেশ্য বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া, সেই মৃত্যুকে মনের আনন্দে গ্রহণ করা যে মৃত্যু পুরস্কারের দিকে আমাদের চালিত করবে।

এই তো খ্রিষ্টের সহউত্তরাধিকারী হওয়ার অর্থ, এই তো ঈশ্বরের আদেশ মান্য করা ও পিতার ইচ্ছা পালন করা।

১৬। আমরা প্রার্থনা করি যেন ঈশ্বরের ইচ্ছা স্বর্গে ও মর্তে পূর্ণ হয়; এতেই আমাদের আনন্দ ও পরিত্রাণ বিরাজিত; কেননা যেহেতু আমাদের মর্তদেহ ও স্বর্গীয় আত্মা আছে, সেজন্য আমরা নিজেরাই একাধারে মর্ত ও স্বর্গ; আর এজন্য প্রার্থনা করি, যেন দেহে ও আত্মায় ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হয়। মাংস ও আত্মার মধ্যে যুদ্ধ চলছে, দৈনিকই যুদ্ধ চলছে; আমরা যা করতে চাই তা করতে পারি না, কারণ একদিকে আত্মা স্বর্গীয় ও দিব্য বিষয়ের দিকেই, অপরদিকে মাংস পার্থিব ও সাংসারিক বিষয়ের দিকেই আকর্ষিত। এই কারণে আমরা প্রার্থনা করি যেন ঈশ্বরের সহায়তায় এই দু'টো প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়, যাতে আত্মায় ও দেহে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে বাপ্তিস্মে নবজন্মপ্রাপ্ত সেই আত্মা পরিত্রাণ পেতে পারে। প্রেরিতদূত পল এবিষয়ে সুস্পষ্ট ভাবে বলেন, *মাংসের যা কাম্য, তা আত্মার বিরোধী এবং আত্মার যা কাম্য, তা মাংসের বিরোধী। আসলে এই দুই পক্ষ তো পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী, ফলে তোমরা যা করতে চাও, তা করতে পার না। অপরদিকে যদি আত্মা দ্বারা নিজেদের চালিত হতে দাও, তবে তোমরা বিধানের অধীনস্থ নও।*

মাংসের যত কর্মফল তো স্পষ্ট: যৌন অনাচার, অশুচিতা, যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা, পৌত্তলিকতা, তন্ত্রমন্ত্র সাধন, শত্রুতা, বিবাদ, ঈর্ষা, ক্রোধ, রেষারেষি, মনোমালিন্য, দলাদলি, হিংসা, মাতলামি, পানোন্মত্ত হইচইপূর্ণ ভোজ-উৎসব আর ওই ধরনের সমস্ত কিছু। আগে যেমন এই বিষয়ে আমি বলেছিলাম, এখনও তোমাদের সতর্ক করে বলছি: যারা তেমন আচরণ করে, তারা ঈশ্বরের রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে না। অপরদিকে আত্মার ফল হল: ভালবাসা, আনন্দ, শান্তি, সহিষ্ণুতা, সহৃদয়তা, বিশ্বস্ততা, মঙ্গলানুভবতা, কোমলতা, আত্মসংযম (ক)। এজন্য দৈনিক, এমনকি অবিরত প্রার্থনায়ই আমাদের যাচনা করতে হবে যেন স্বর্গে ও মর্তে আমাদের অন্তরে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হয়। কারণ এই তো ঈশ্বরের ইচ্ছা: যা পার্থিব, তা স্বর্গীয় বিষয়ের পরেই আসুক, যেন যা স্বর্গীয় ও ঐশ্বরিক তা প্রাধান্য পেতে পারে।

১৭। প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, একথা [*তোমার ইচ্ছা স্বর্গে ও মর্তে পূর্ণ হোক*](ক) আমরা এই অর্থে উপলব্ধি করতে পারি: যেহেতু প্রভু আমাদের কাছে সনির্বন্ধ দাবি রাখেন আমরা যেন শত্রুদেরও ভালবাসি ও আমাদের নির্যাতকদের জন্য প্রার্থনা করি, সেজন্য আমরা তাদেরই জন্য প্রার্থনা করি, যারা এখনও মর্ত, ও স্বর্গের দিকে আকর্ষিত হবার জন্য একটা পদক্ষেপও নেয়নি, যাতে তাদের জন্যও ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণতা লাভ করে—সেই যে ইচ্ছা খ্রিষ্ট মানুষকে পরিত্রাণকৃত ও মুক্ত করায় পূর্ণ করলেন।

তাঁর দ্বারা শিষ্যেরা মর্ত নয়, মর্তের লবণই বলে অভিহিত; আর প্রেরিতদূতও প্রথম মানুষকে মর্তের কাদা, কিন্তু দ্বিতীয় মানুষকে স্বর্গীয় মানুষ বলে ডাকেন। তেমনি আমরা: যিনি ভাল কি মন্দ সকলের উপর সূর্য জাগান ও ধার্মিক কি অধার্মিক সকলের উপর বৃষ্টি নামান, সেই পিতা ঈশ্বরের সদৃশ হতে আহূত হয়ে খ্রিষ্টের শিক্ষার অনুসরণ করে সকলের পরিত্রাণের জন্য যাচনা ও মিনতি নিবেদন করি। আর আমরা এমনটি করি, যেন ঈশ্বরের ইচ্ছা যেমন স্বর্গে পূর্ণ হয়েছে, অর্থাৎ কিনা আমাদের স্বর্গীয় করায় আমাদের বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আমাদের অন্তরে পূর্ণ হয়েছে, তেমনি মর্তেও যেন পূর্ণ হয়, অর্থাৎ তাদেরও অন্তরে পূর্ণ হয় যারা বিশ্বাস করতে এখনও সম্মত নয়। ফলত, যারা প্রথম জন্মের ভিত্তিতে মর্তপ্রাণী, তারা জলে ও আত্মায় নবজন্ম লাভ ক'রে যেন স্বর্গীয় প্রাণী হতে শুরু করে।

১৮। এরপরে প্রার্থনায় আমরা একথা বলি: **আমাদের দৈনিক রুটি আজ আমাদের দাও** (ক)। একথা আধ্যাত্মিক অর্থে, আবার সাধারণ অর্থেও ধরা যেতে পারে, কেননা ঐশব্যবস্থা অনুসারে পরিত্রাণ লাভের উদ্দেশ্যে দু'টোই প্রয়োজন। বস্তুতপক্ষে, খ্রিষ্টই জীবনের রুটি, ও তেমন রুটি সকলের নয়, আমাদেরই। আর আমরা যেমন ঈশ্বরকে 'আমাদের পিতা' বলে ডাকি কারণ তিনি তাদেরই পিতা যারা তাঁকে উপলব্ধি ও বিশ্বাস করে, তেমনি 'আমাদের রুটির' জন্যও প্রার্থনা করি কারণ খ্রিষ্ট তাদের রুটি, যারা আমাদের মত তাঁর দেহ গ্রহণ করে।

সুতরাং, আমরা প্রার্থনা করি যেন তেমন রুটি আমাদের প্রতিদিন দেওয়া হয়, পাছে আমরা যারা খ্রিষ্টে আছি ও প্রতিদিন এউখারিস্তিয়া পরিত্রাণদায়ী খাদ্য রূপে গ্রহণ করি, কোন গুরুতর পাপের কারণে স্বর্গীয় রুটি গ্রহণ না করায় তাঁর সহভাগিতা থেকে বঞ্চিত হয়ে খ্রিষ্টের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি—তিনি নিজেই তো বলেছিলেন: *আমিই সেই জীবনময় রুটি, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে: যদি কেউ এই রুটি খায়, তবে সে অনন্তকাল জীবিত থাকবে। আর আমি যে রুটি দান করব, তা আমার নিজের মাংস—জগতের জীবনের জন্য* (খ)।

যখন তিনি একথা বলেন যে, যারা তাঁর রুটি খাবে তারা অনন্তকাল জীবিত থাকবে, তখন এও স্পষ্ট যে, তারাই জীবিত থাকবে যারা সহভাগিতার ভিত্তিতে তাঁর দেহ ভোগ করে ও এউখারিস্তিয়া গ্রহণ করে; এজন্য ভয় করতে হয়, এউখারিস্তিয়া যে গ্রহণ করে না, পাছে সে খ্রিষ্টের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় ও পরিত্রাণ থেকে দূরে থাকে—এই উদ্দেশ্যে আমাদের প্রার্থনাও করতে হবে, কারণ তিনি নিজে এবিষয়ে সাবধান বাণী দিয়ে বলেছিলেন, *তোমরা যদি মানবপুত্রের মাংস না খাও ও তাঁর রক্ত পান না কর, তবে তোমাদের অন্তরে কোন জীবন নেই* (গ)। এজন্য আমরা প্রার্থনা করি যেন আমাদের রুটি সেই খ্রিষ্টকে প্রত্যেকদিন আমাদের দেওয়া হয়, আমরা যারা খ্রিষ্টে থাকি ও জীবনযাপন করি যেন তাঁর পবিত্রীকরণ ও তাঁর দেহ থেকে দূরে সরে না যাই।

১৯। কথাটা [আমাদের দৈনিক রুটি আজ আমাদের দাও] এভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়: আমরা যারা প্রভুর অনুগ্রহে ভরসা রেখে জগৎকে প্রত্যাখ্যান করেছি ও তার সমস্ত সম্মান ও ঐশ্বর্য তুচ্ছ করেছি, সেই আমাদের পক্ষে জীবনের যা প্রয়োজন তা-ই মাত্র বাসনা করা

দরকার। কেননা প্রভু বলেছেন, *তোমাদের মধ্যে যে কেউ নিজের সবকিছু ত্যাগ না করে, সে আমার শিষ্য হতে পারে না* [ক]।

যে কেউ খ্রিস্টের শিষ্য হতে ইচ্ছা করে ও তাঁর আহ্বান অনুসরণ ক'রে নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করে, তার পক্ষে এ প্রয়োজন রয়েছে, আগামী দিনের চিন্তা না করে সে কেবল আজকের প্রয়োজনের অন্বেষণ করবে। স্বয়ং প্রভুই এই শিক্ষা দান করেছিলেন, *আগামীকালের জন্য চিন্তিত হয়ো না: হ্যাঁ, আগামীকাল তার নিজের চিন্তায় নিজে চিন্তিত থাকবে; দিনের পক্ষে তার নিজের কষ্টই যথেষ্ট* [খ]।

সুতরাং, আগামী কালের জন্য কোন পরিকল্পনা সে করতে পারে না, একথা জেনে খ্রিস্টের শিষ্য সুবুদ্ধির সঙ্গেই দৈনিক রুটির জন্য যাচনা করে থাকে।

ঈশ্বরের রাজ্য যেন শীঘ্রই এসে উপস্থিত হয়, এ প্রার্থনা করতে করতে আমরা যদি এজীবনে বহুদিন ধরে থাকতে ইচ্ছা করি, তাহলে নিজেদের সঙ্গেই দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। তাই, আমাদের আশা ও বিশ্বাসের স্থৈর্যে মজবুত ভিত্তি ও শক্তি যোগাতে গিয়ে ধন্য প্রেরিতদূতও সাবধান বাণী দিয়ে বলেন, *আসলে আমরা জগতে কিছুই সঙ্গে করে আনিনি, তা থেকে কিছুই সঙ্গে করে নিয়ে যেতেও পারি না; তাই অন্নবস্ত্র যখন থাকে, এসো, তাতেই তুষ্ট হই। কিন্তু যারা ধনী হতে আকাঙ্ক্ষা করে, তারা প্রলোভনের হাতে পড়ে, তারা ফাঁদে ও নানা ধরনের বোধশূন্য ও ক্ষতিকর কামনার হাতে পড়ে, যা মানুষকে ধ্বংস ও বিনাশের গভীরে নিমজ্জিত করে। কেননা অর্থলালসাই সমস্ত অনিষ্টের মূল; তাতে আসক্ত হওয়ায় কেউ কেউ বিশ্বাস ছেড়ে পথভ্রষ্ট হয়েছে, এবং নিজেরাই বহু যন্ত্রণায় নিজেদের ক্ষতবিক্ষত করেছে* [গ]।

২০। প্রভু শিক্ষা দেন, ধন-সম্পত্তি ঘৃণার বস্তু শুধু নয়, বিপজ্জনকও বটে, কারণ সেখানেই রয়েছে অনিষ্টের প্রতি যত আকর্ষণের মূল, আর ধন-সম্পত্তি এভাবেই সেই মনের অন্ধতা সৃষ্টি করে যার ফলে মন সমস্ত ভুল-ভ্রান্তি দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এজন্য প্রভু সেই নির্বোধ ধনীকে ভর্ৎসনা করেন যে এই জগতের ধনের কথা ভাবতে থাকে ও নিজ ফসলের বিরাট প্রাচুর্যের চিন্তায় মাতাল হয়: *আজ এই রাতেই তোমার প্রাণ তোমার কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া হবে, তবে তুমি এই যা কিছু প্রস্তুত করেছ, তা কার্ হবে?* [ক]।

এই রাতে সে মরতে যাচ্ছে, অথচ নির্বোধের মত আনন্দিত, কেননা সে ফসলের প্রাচুর্যের কথা ভাবছে, অথচ ইতিমধ্যে তার আয়ু লোপ পাচ্ছে।

অপরদিকে প্রভু তাকেই সত্যিকারে সিদ্ধপুরুষ বলে ঘোষণা করেন, নিজের সর্বস্ব যে বিক্রি করে দিয়ে ও তার লাভ গরিবদের কাছে বিলি করে দিয়ে নিজ ধন স্বর্গেই স্থানান্তর করে। তিনি বলেন, যে কেউ তৈরী হয়ে ও কোমর বেঁধে নিজ ধনের জালে নিজেকে জড়াতে দেয় না, কিন্তু তা থেকে মুক্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে ও নিজের সমস্ত মঙ্গল ঈশ্বরেই রেখে তাঁর অনুসরণ করে, সে-ই যন্ত্রণাভোগের গৌরবেও তাঁর অনুসরণ করতে যোগ্য। তেমন পর্যায়ে আমরা প্রত্যেকেই পৌঁছব, প্রভু আমাদের যেভাবে প্রার্থনা করতে শিখিয়েছিলেন আমরা যদি সেভাবে প্রার্থনা করতে শিখি।

২১। কেননা ধার্মিক মানুষের পক্ষে দৈনিক খাদ্যের অভাব থাকতে পারে না, যেহেতু লেখা আছে: *প্রভু ধার্মিকের প্রাণ ক্ষুধায় সংহার করবেন না* (ক); আরও: *আমি যুবক ছিলাম, এখন তো প্রবীণ, ধার্মিক যে পরিত্যক্ত, তার বংশ যে অন্নের ভিখারী, তেমন কিছু দেখিনি* (খ)। তাছাড়া প্রভু এ প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন, *কী খাব বা কী পান করব বা কী পরব, এ বলে চিন্তিত হয়ো না। বিজাতীয়রাই এই সকল বিষয়ে ব্যস্ত থাকে; বাস্তবিকই তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা জানেন যে, তোমাদের এ সবকিছুর প্রয়োজন আছে। তোমরা বরং প্রথমে তাঁর রাজ্য ও তাঁর ধর্মময়তার অন্বেষণ কর, তাহলে ওই সবকিছুও তোমাদের দেওয়া হবে* (গ)। হ্যাঁ, যারা ঈশ্বরের রাজ্য ও ধর্মময়তার অন্বেষণ করে, তিনি প্রতিশ্রুতি দেন সবকিছুও তাদের জন্য দেওয়া হবে। কেননা যেহেতু সবকিছু ঈশ্বরেরই, সেজন্য যার অন্তরে ঈশ্বর আছেন তার পক্ষে কোন কিছুর অভাব থাকবে না যদি-না তার পক্ষে স্বয়ং ঈশ্বরেরই অভাব থাকে। এজন্য দানিয়েলের জন্য ভোজ অলৌকিকভাবে যুগিয়ে দেওয়া হয়েছিল: যখন ঈশ্বরের সেই মানুষকে রাজার হুকুমে সিংহদের গর্তে রুদ্ধ করা হয়েছিল, তখন সেই বন্য জন্তুদের মধ্যে থাকাকালে (আর সেই জন্তুগুলো ক্ষুধার্ত হয়েও তাঁকে রেহাই দিয়েছিল) ঈশ্বরের সেই মানুষ পুষ্টিলাভ করেছিলেন। একই প্রকারে এলিয় যখন পালাচ্ছিলেন, তখন তাঁর সেই নির্জনতায় কাক-ই তাঁর সেবা করে খাওয়াত, ও তাঁর নির্যাতনকালে পাখিতেই তাঁর জন্য খাবার যুগিয়ে দিত। আহা, মানুষের শঠতার

নিন্দনীয় নিষ্ঠুরতা! বন্যজন্তু রেহাই দেয়, পাখি খাওয়ায়, কিন্তু মানুষ ফন্দি খাটায় ও হিংসা করে!

২২। এরপর আমাদের পাপকর্মের জন্যও আমরা যাচনা নিবেদন করি; আমরা বলি: **আমাদের ঋণ ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আমাদের কাছে ঋণী যারা তাদের ক্ষমা করি** (ক)। খাদ্যদানের পরে অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়। এমনটি হয়, যাতে ঈশ্বর দ্বারা যে পুষ্ট, সে যেন ঈশ্বরেই জীবিত থাকতে পারে; আরও, সে যেন শুধু এই পার্থিব জীবনের জন্য নয়, অনন্ত জীবনেরও জন্য চিন্তা করে। তেমন অনন্ত জীবনের কাছে আমরা পৌঁছতে পারি, যদি আমাদের পাপ ক্ষমা করা হয়—সেই যে পাপ প্রভু সুসমাচারে ঋণ বলেন, *তুমি আমাকে মিনতি করেছিলে বিধায় আমি তোমার ওই সমস্ত ঋণ ক্ষমা করেছিলাম* (খ)।

কতই না জরুরী, কতই না উপকারী, কতই না কল্যাণকর যে আমাদের পাপী অবস্থা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় ও পাপকর্মের জন্য প্রার্থনা করতে আমাদের আদেশ দেওয়া হয়; যাতে ঈশ্বরের কাছে করুণা প্রার্থনা করতে করতেই আত্মা নিজে বিবেকের কথা স্মরণ করতে পারে! আর পাছে কেউ নিজেকে নিরপরাধী বলে মনে করে আত্মগর্ব করে আর ফলত সে নিজেকে যতখানি স্ফীত করে ততখানি নিজেকে বিনষ্ট করে, এজন্য প্রতিদিন পাপকর্মের জন্য প্রার্থনা করতে আদেশ দেওয়ায় শিক্ষা দেওয়া হয় ও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে, মানুষ প্রতিদিন পাপ করে।

নিজ পত্রে যোহনও আমাদের সচেতন করে বলেন, *আমরা যদি বলি, আমাদের পাপ নেই, আমরা নিজেদেরই প্রতারণা করি, আর আমাদের মধ্যে সত্য নেই। আমরা কিন্তু যদি আমাদের পাপ স্বীকার করি, তাহলে বিশ্বস্ত ও ন্যায়বান বলে প্রভু আমাদের পাপ ক্ষমা করবেন* (গ)। তাহলে এই পত্রে তিনি সেই দু'টো কথা স্মরণ করান তথা, পাপের জন্য আমাদের মিনতি করা দরকার, যেন মিনতি মধ্য দিয়ে পাপক্ষমা পেতে পারি। এজন্য, ঈশ্বর পাপের ক্ষমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন বিধায় যোহন তাঁকে বিশ্বস্ত বলে অভিহিত করেন, কারণ যিনি ঋণ ও পাপের জন্য আমাদের প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন, তিনি পিতৃস্নেহ ও নিশ্চিত ক্ষমা দানের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন।

২৩। শক্ত শর্ত ও বন্ধন দ্বারা আমাদের আবদ্ধ করে তিনি স্পষ্টভাবে এই অতিরিক্ত নিয়মও যোগ করে দিয়েছেন যে, যেভাবে আমরা প্রার্থনা করি যেন আমাদের ঋণ ক্ষমা করা হয়, সেইভাবে আমাদের কাছে ঋণী যারা আমরাও যেন তাদের ক্ষমা করি, একথা জেনে যে, পাপের জন্য যা যাচনা করি তা লাভ করা সম্ভব নয় যদি না আমরাও একইভাবে তাদের প্রতি ব্যবহার না করি যারা আমাদের প্রতি পাপ করেছে। এজন্য অন্য স্থানেও তিনি বলেন, *যে মাপকাঠিতে তোমরা পরিমাপ কর, সেই মাপকাঠিতে তোমাদের জন্য পরিমাপ করা হবে* (ক)। আর সেই দাস যার সমস্ত ঋণ প্রভু ক্ষমা করেছিলেন, সে যখন তার সঙ্গী দাসের ঋণ ক্ষমা করতে চাইল না, তখন তাকে কারাবাসে আবদ্ধ করা হয়েছিল—তার সঙ্গী দাসের প্রতি ক্ষমাশীল হতে সম্মত না হওয়ায় সেও প্রভুর ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হল।

খ্রিষ্ট নিজ আদেশগুলির মধ্যে ব্যাপারটা তাঁর নিজের অধিকারের দৃঢ়তর শক্তিতেই উপস্থাপন করলেন। তিনি বলেন, *যখন তোমরা দাঁড়িয়ে প্রার্থনা কর, যদি কারও বিরুদ্ধে তোমাদের কোন কথা থাকে, তাকে ক্ষমা কর, যেন তোমাদের স্বর্গস্থ পিতাও তোমাদের নিজেদের পাপকর্ম ক্ষমা করেন। কিন্তু তোমরা যদি পরকে ক্ষমা না কর, তবে তোমাদের পিতাও তোমাদের পাপকর্ম ক্ষমা করবেন না* (খ)। সেই বিচারের দিনে তোমার কোন সূত্রই থাকবে না, যখন তোমার নিজের বিচার অনুসারেই তুমি বিচারিত হবে, ও পরের প্রতি তোমার যেরূপ ব্যবহার হয়েছে, সেরূপ ব্যবহার তোমাকে সহ্য করতে হবে। কেননা ঈশ্বর আদেশ করলেন যেন তাঁর গৃহে আমরা শান্তির সাধক, একপ্রাণ ও একাত্ম হই (গ)। আর তিনি নবজন্মে যেমন আমাদের গড়েছেন, তাঁর ইচ্ছাই যেন সেই নবজন্মপ্রাপ্তরা তেমন থাকতে নিষ্ঠাবান হয়, যাতে আমরা যারা ঈশ্বরের সন্তান, সেই আমরা যেন ঈশ্বরের শান্তিতে নিষ্ঠাবান থাকি, এবং এক-ই পবিত্র আত্মার অধিকারী হওয়ায় যেন আমাদের এক প্রাণ ও এক মনও থাকে। ঈশ্বর প্রতিদ্বন্দ্বীর যজ্ঞ গ্রহণ করেন না, তাকে তিনি বরং আদেশ করেন, বেদি ছেড়ে সে যেন আগে ভাইয়ের সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়—প্রার্থনার মধ্যে শান্তি যখন বিরাজ করে, তখনই ঈশ্বরকেও প্রসন্ন করা যায়। আমাদের শান্তি, ভ্রাতৃসুলভ একাত্মতা, ও পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার ঐক্য দ্বারা সম্মিলিত জনগণ—এই তো ঈশ্বরের কাছে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ।

২৪। কেননা সেই যে যজ্ঞ আবেল ও কাইন প্রথম উৎসর্গ করেছিলেন, সেগুলিতেও ঈশ্বর বাহ্যিক দানের দিকে নয়, তাঁদের হৃদয়ের দিকেই তাকালেন, যার ফলে নিজের হৃদয়ে যিনি ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য ছিলেন, তাঁরই দান তাঁর গ্রহণযোগ্য হল। শান্তিপ্রিয় ও ন্যায়বান আবেল ঈশ্বরের কাছে নির্দোষিতায় যজ্ঞ উৎসর্গ করেন, আর এতে তিনি পরবর্তীকালের সকল মানুষের কাছে এ শিক্ষা দান করেন যে, যখন বেদিপ্রান্তে অর্ঘ্য নিবেদন করা হয়, তখন ঈশ্বরভীতিতে, সরল অন্তরে, ন্যায়বিধান বজায় রেখে ও শান্তিপূর্ণ একাত্মতায় বেদির কাছে এগিয়ে যেতে হবে। আর যেহেতু আবেল তেমন মনোভাবেই ঈশ্বরের কাছে যজ্ঞ উৎসর্গ করেন, সেজন্য পরবর্তীতে তিনি নিজেই ঈশ্বরের কাছে যজ্ঞ হয়ে উঠলেন; এতে তিনি প্রথম সাক্ষ্যমরণ দেখিয়ে প্রভুর ন্যায় ও শান্তির অধিকারী হওয়ায় নিজের গৌরবময় রক্তদানে প্রভুর যন্ত্রণাভোগ সূচনা করলেন। তেমন ভক্তদেরই প্রভু একদিন মাল্যভূষিত করবেন, তেমন ভক্তরাই বিচারের দিনে প্রভুর সঙ্গে গৌরব লাভ করবে।

অপরদিকে, যে হিংসুক, বিবাদী, ও ভাইদের সঙ্গে যার শান্তি নেই, ধন্য প্রেরিতদূত ও পবিত্র শাস্ত্রের সাক্ষ্য অনুসারে সে খ্রিষ্টনামের খাতিরে নিহত হয়েও ভ্রাতৃবিরোধিতা অপরাধের দণ্ড এড়াতে পারবে না, কেননা লেখা রয়েছে, *যে কেউ নিজের ভাইকে ঘৃণা করে, সে নরঘাতক* (ক), আর যেহেতু ঈশ্বরের সঙ্গে কোন নরঘাতক থাকতে পারে না, সেজন্য সে স্বর্গরাজ্যেও যেতে পারবে না। খ্রিষ্টের চেয়ে যে যুদারই অনুকারী হতে চাইল, সে খ্রিষ্টের সঙ্গে থাকতে পারে না। সেই অপরাধ কতই না বড়, যা রক্ত-বাপ্তিস্মও মুছে দিতে পারে না, সাক্ষ্যমরণও যার প্রায়শ্চিত্ত সাধন করতে পারে না!

২৫। প্রভু আমাদের এ শিক্ষাও দেন, কেমন করে প্রার্থনায় এ বাণীও বলা প্রয়োজন, তথা, **আর আমরা প্রলোভনে চালিত হব তা হতে দিয়ো না** (ক)। এদ্বারা এ কথাই প্রমাণিত যে, ঈশ্বর অনুমতি না দিলে শত্রু আমাদের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারে না। সুতরাং প্রলোভনের সময়ে সভয়ে, সম্ভ্রমে ও ভক্তিভরে সেই ঈশ্বরেরই কাছে ফিরতে হবে, যিনি শয়তানকে নিজের অনুমতি ছাড়া আমাদের স্পর্শও করতে দেন না। একথা ঐশশাস্ত্র দ্বারা প্রমাণিত, কেননা শাস্ত্রে বলে: *বাবিলন-রাজ নেবুখাদ্নেজার যেরুশালেমে এসে তা অবরোধ করলেন, এবং প্রভু যেরুশালেমকে তাঁর হাতে তুলে দিলেন* (খ)। এবং

অমঙ্গল শক্তিকে অধিকার দেওয়া হয় আমাদের পাপকর্মের অনুযায়ী, যেমনটি লেখা আছে, *কে যাকোবকে লুটেরাদের হাতে তুলে দিয়েছেন? ইস্রায়েলকে অপহারকদের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন? সেই প্রভু কি নয়, যাঁর বিরুদ্ধে আমরা পাপ করেছি? তারা তাঁর পথে চলতে অসম্মত ছিল, তাঁর বিধানের প্রতি অবাধ্য ছিল। এজন্য তিনি তার উপরে তাঁর জ্বলন্ত ক্রোধ ও যুদ্ধের প্রচণ্ডতা বর্ষণ করলেন* [গ]। আরও, যখন শলোমন পাপ করলেন এবং প্রভুর আজ্ঞা ও পথ-সকল থেকে সরে গেলেন, তখন —যেমনটি লেখা আছে—*প্রভু শলোমনের বিরুদ্ধে শয়তানকে উত্তেজিত করলেন* [ঘ]।

২৬। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের উপরে শয়তানকে যে অধিকার দেওয়া হয়, তার উদ্দেশ্য দ্বিমুখী: আমরা পাপ করলে সে যেন আমাদের দণ্ড দেয়; আমরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে যেন গৌরবলাভ করি। আর ঠিক তাই ঘটেছিল যোবের বেলায়; ঈশ্বর শয়তানকে বলেছিলেন, *দেখ, তার সবকিছু এখন তোমারই হাতে; তুমি শুধু তার উপরে হাত বাড়াবে না* [ক]। এবং সুসমাচারে আমরা একথা পড়ি যে, যন্ত্রণাভোগের সময়ে প্রভু [পিলাতকে] বললেন, *আমার উপর আপনার কোন অধিকারই থাকত না, যদি না তা ঊর্ধ্বলোক থেকে আপনাকে দেওয়া হত* [খ]।

আমরা যখন প্রার্থনা করি যেন প্রলোভনে না পড়ি, তখন আমাদের কাছে আমাদের দুর্বলতা ও ভঙ্গুরতার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, আমরা যেন গর্বোদ্ধত না হই, ও নিজেদের ভক্তি বা আত্মসংযম নিয়ে গৌরববোধ করে যেন দম্ভ ও দর্প মনোভাব পোষণ না করি। স্বয়ং প্রভু বিনম্রতার কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য বলেন, *জেগে থাক ও প্রার্থনা কর, যেন প্রলোভনে না পড়; আত্মা ইচ্ছুক বটে, কিন্তু মাংস দুর্বল* [গ]। আমরা সরল ও বিনম্র ভাবে আমাদের ভঙ্গুরতা স্বীকার করায় ঈশ্বরকেই সেই সমস্ত কিছু আরোপ করি যার জন্য ভক্তিভরে ও সভয়ে অবিরতই যাচনা করি ও যা তিনি নিজের দয়ার খাতিরে আমাদের মঞ্জুর করেন।

২৭। পরিশেষে, প্রার্থনা শেষে, সংক্ষিপ্ত একটি বচন আমাদের সমস্ত প্রার্থনা ও মিনতি নিজের মধ্যে একীভূত করে; আমরা বলি: **কিন্তু অনিষ্ট থেকে আমাদের নিস্তার কর** [ক], তথা সেই সমস্ত ষড়যন্ত্র থেকে আমাদের নিস্তার কর, যা ইহলোকে সেই শত্রু আমাদের বিরুদ্ধে খাটাতে পারে। তার বিরুদ্ধে একমাত্র অটল ও দৃঢ় রক্ষা হল ঈশ্বরের সহায়তা:

আমাদের বিনীত-যাচনায় কান দিয়ে কেবল তিনিই আমাদের নিস্তার করতে পারেন। আর আমরা *অনিষ্ট থেকে আমাদের নিস্তার কর* একবার বললেই যাচনা করার মত আর কিছুই বাকি থাকে না। আমরা তেমন নিস্তার পেয়ে, শয়তান ও জগৎ আমাদের বিরুদ্ধে যাই মতলব খাটায় না কেন, আমরা নিরাপদ হয়ে শান্তি ভোগ করব। জগতে ঈশ্বরই যার নিস্তারকর্তা, সে কোন্ ভিত্তিতেই বা জগৎকে ভয় করবে?

সমাপ্তি

২৮। প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, ঈশ্বর যে প্রার্থনা শিখিয়েছেন, তিনি নিজ অধিকারে যে সেই পরিত্রাণদায়ী বাণীর মধ্যে আমাদের সমস্ত প্রার্থনা সংক্ষিপ্ত করেছেন, এতে আশ্চর্যের কী আছে? তেমন কিছু আগে থেকেও নবী ইশাইয়ার মধ্য দিয়ে পূর্বঘোষিত হয়েছিল, যখন পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে তিনি সেই ঈশ্বরের মহিমা ও কৃপার কথা বলেছিলেন *যিনি নিজের বাণী ধর্মময়তায় সুসম্পন্ন ও সংক্ষিপ্ত করেন, কারণ*—তিনি বলেন—*প্রভু সারা পৃথিবী জুড়ে নিজের বাণী সংক্ষিপ্ত করবেন* [ক]। আর আসলে ঈশ্বরের বাণী আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্ট যখন সকলের কাছে এলেন ও শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলকেই সমানভাবে সংগ্রহ করে সমস্ত লিঙ্গ কি বয়সের মানুষের কাছে পরিত্রাণের আদেশগুলি ব্যক্ত করলেন, তখন নিজের আদেশগুলির একটা মহা সংক্ষেপ ঘটালেন, যেন শিক্ষার্থীদের স্মরণশক্তি স্বর্গীয় বিষয়ে শ্রান্ত না হয়, কিন্তু সরল বিশ্বাসের পক্ষে যা প্রয়োজন তা যেন শীঘ্রই শেখা যেতে পারে। তাই যখন শেখালেন অনন্ত জীবন কী, তিনি জীবন-মর্মসত্য মহা ও দিব্য একটা সংক্ষিপ্ত বচনে একীভূত করে বললেন, *এটিই অনন্ত জীবন: তারা তোমাকে, অনন্য সত্যকার ঈশ্বরকে, এবং যাঁকে তুমি প্রেরণ করেছ, তাঁকে, সেই যিশু খ্রিষ্টকে জানবে* [খ]। আরও, বিধান ও নবীদের পুস্তক থেকে প্রধান ও শ্রেষ্ঠ আজ্ঞা বেছে নিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, *শোন, ইস্রায়েল! আমাদের ঈশ্বর প্রভু একমাত্র প্রভু; আর তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, তোমার সমস্ত মন দিয়ে ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে ভালবাসবে। এ শ্রেষ্ঠ ও প্রথম আজ্ঞা। আর দ্বিতীয়টা এটার সদৃশ: তুমি তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে* [গ]। *এই আজ্ঞা দু'টোর উপরেই সমস্ত বিধান ও নবী-পুস্তক ভর করে আছে* [ঘ]। আরও, *তোমরা*

লোকদের কাছ থেকে যেমন ব্যবহার প্রত্যাশা কর, তোমরাও তাদের প্রতি সেইমত ব্যবহার কর, কেননা এই তো বিধান-পুস্তক ও নবী-পুস্তকের সারকথা (ঙ)।

২৯। উপরন্তু ঈশ্বর আমাদের কথায় শুধু নয়, কাজেও প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন: তিনি নিজেই তো প্রায়ই প্রার্থনা ও মিনতি করতেন, ও নিজের দৃষ্টান্তের সাক্ষ্যদানে দেখালেন আমাদেরও কীভাবে করা উচিত; কেননা লেখা আছে, *তিনি নির্জন জায়গায় একা গিয়ে প্রার্থনা করতেন* (ক); আরও, *তিনি একদিন প্রার্থনা করার জন্য বেরিয়ে পর্বতে গেলেন, ও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে করতে সারারাত কাটালেন* (খ)। নিষ্পাপ তিনি যখন প্রার্থনা করতেন, তখন পাপী আমাদের পক্ষে প্রার্থনা করা আরও কতই না প্রয়োজন; আর যখন তিনি অবিরত প্রার্থনায় সারা রাত ধরে জাগরণ পালন করতেন, তখন আমাদের পক্ষে প্রার্থনায় রাত্রিজাগরণ পালন করা আর কতই না দরকার।

৩০। প্রভু তো নিজের মঙ্গল প্রার্থনা ও মিনতি করতেন না—নিষ্পাপ যিনি, তিনি কি নিজের মঙ্গল প্রার্থনা করতে পারেন?—বরং আমাদের পাপের জন্যই করতেন, যেভাবে তিনি নিজে তখনই ঘোষণা করলেন, যখন পিতরকে বললেন, *দেখ, গমের মত তোমাদের চেলে নেবার জন্য শয়তান তোমাদের সন্ধান করেছে; কিন্তু আমি তোমার জন্য মিনতি করেছি, যেন তোমার বিশ্বাস লোপ না পায়* (ক)। তারপর তিনি সকলেরই জন্য প্রার্থনা করে বলে চললেন, *আমি প্রার্থনা করছি শুধু তাদেরই জন্য নয়, কিন্তু তাদেরও জন্য, যারা তাদের বাণীর মধ্য দিয়ে আমার প্রতি বিশ্বাস রাখবে, সকলেই যেন এক হয়; পিতা, তুমি যেমন আমাতে আছ আর আমি তোমাতে আছি, তেমনি তারাও যেন আমাদের মধ্যে থাকে, যাতে জগৎ বিশ্বাস করতে পারে যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করেছিলে* (খ)।

আমাদের পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা সত্যিই মহান, তাঁর মমতাও মহান! নিজের রক্তমূল্যে আমাদের মুক্তিকর্ম সাধন করায় তিনি তুষ্ট হলেন না, আমাদের জন্য প্রার্থনাও করতে ইচ্ছা করলেন। আর তোমরা প্রার্থীর যে কী বাসনা ছিল, তা লক্ষ কর: পিতা ও পুত্র যেমন এক, আমরাও তেমনি যেন সেই একই ঐক্যে থাকতে পারি। এ থেকেও উপলব্ধি করা যায়, ঐক্য ও শান্তি যে ছিন্ন করে, সে কেমন ভুল না করে;

বিশেষভাবে যখন প্রভু এজন্যই প্রার্থনা করলেন, কেননা তাঁর ইচ্ছা ছিল, তাঁর জনগণ জীবন পাবে—একথা জেনে যে, হিংসা-বিভেদ ঈশ্বরের রাজ্যে পৌঁছতে পারে না।

৩১। সুতরাং, প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, আমরা যখন প্রার্থনা করি, তখন আমাদের সজাগ থাকতে হবে ও সমস্ত হৃদয় দিয়েই প্রার্থনায় নিজেদের নিমজ্জিত করতে হবে। যত সাংসারিক ও জাগতিক চিন্তা দূরে যাক, আর আমাদের অন্তর নিজ প্রার্থনার বস্তুতে ছাড়া যেন অন্য চিন্তায় ব্যস্ত না থাকে। এ উদ্দেশ্যে, প্রভুর প্রার্থনার আগে যাজক উদ্বোধন বাণী দ্বারা ভাইদের মন প্রস্তুত করে বলেন: 'এসে, আমাদের হৃদয় উত্তোলন করি,' যেন 'আমাদের হৃদয় প্রভুর প্রতি উত্তোলিত' সমবেত মণ্ডলীর এই উত্তরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, প্রভুর কথা ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করতে নেই।

শত্রু সেই শয়তানের জন্য হৃদয় বন্ধ হয়ে যাক, কেবল ঈশ্বরের জন্যই উন্মুক্ত হোক; প্রার্থনা কালে ঈশ্বরের শত্রু আমাদের হৃদয়ে ঢুকবে, তা সহ্য করার নয়। কেননা সে প্রায়ই অপ্রত্যাশিত ভাবে উপস্থিত হয়, এবং ঢুকে চিকন বুদ্ধি খাটিয়ে আমাদের প্রার্থনা ঈশ্বর থেকে দূর করে দেয়, যাতে করে আমাদের হৃদয়ে একটা কিছু থাকে ও কণ্ঠে অন্য কিছু থাকে; অপরদিকে কণ্ঠস্বর নয়, পুণ্য সঙ্কল্প নিয়ে মন ও ভক্তিই প্রভুর কাছে প্রার্থনা নিবেদন করবে! কতই না লঘুপ্রকৃতির মানুষ তুমি যে, প্রভুর কাছে প্রার্থনা করতে করতে অন্যমনস্ক হও ও অসার ও জাগতিক চিন্তায় নিজেকে আকর্ষিত হতে দাও—ঠিক যেন ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এমন কিছু থাকতে পারে যার দিকে মন দিতে হবে! কেমন করে দাবি রাখতে পার, ঈশ্বর তোমাকে শুনবেন, যখন তুমি নিজেই তাঁকে শোন না? যখন তুমি তাঁকে স্মরণ কর না, তখন তুমি কি চাও, তুমি প্রার্থনা করলে প্রভু তোমাকে স্মরণ করবেন? তেমন ব্যবহারের অর্থ শত্রু বিষয়ে সতর্ক থাকা নয়; বরং এ ব্যবহারের অর্থ হল, প্রভুর কাছে প্রার্থনাকালে প্রার্থনা অবহেলা করায় ঈশ্বরের মহিমার অপমান করা; আরও, এ ব্যবহারের অর্থ হল, চোখে জেগে থাকা অথচ হৃদয়ে নিদ্রাগত হওয়া—কিন্তু খ্রিষ্টিয়ান মানুষের কর্তব্য হল, চোখ নিদ্রা গেলেও হৃদয় সজাগ করে রাখা, যেমনটি পরম গীতে মণ্ডলীই যেন বলে, *আমি ঘুমিয়ে আছি, কিন্তু আমার হৃদয় জেগে আছে* (ক)। আর এজন্যই প্রেরিতদূত একথা বলে আমাদের সতর্ক করেন: *প্রার্থনায় রত*

থাক আর সেইসাথে জেগে থাক [খ]; এতে তিনি শেখান ও দেখান যে, তারাই ঈশ্বরের কাছ থেকে তাদের প্রার্থনার বস্তু পায়, ঈশ্বর যাদের প্রার্থনাকালে সজাগ দেখেন।

৩২। তাছাড়া, যারা প্রার্থনা করে, ঈশ্বরের কাছে এসে তারা কিন্তু যেন ফলহীন ও নগ্ন মিনতি নিবেদন না করে: ঈশ্বরের কাছে অনুর্বর প্রার্থনা নিবেদন করলে যাচনা নিষ্ফল; কেননা ফল দেয় না তেমন গাছ যেমন উচ্ছেদ করা হয় ও আগুনে ফেলে দেওয়া হয়, তেমনি ফলবিহীন কথাও কোন শুভকর্মে অনুর্বর হওয়ায় ঈশ্বরের যোগ্য নয়। এজন্য ঐশশাস্ত্র শিক্ষাদান করে বলে, *উপবাস ও অর্থদান সহ প্রার্থনা* উত্তম [ক]। বাস্তবিকই, বিচারের দিনে যিনি শুভকর্ম ও অর্থদানের জন্য মজুরি দান করবেন, তিনি আজও প্রসন্নতার সঙ্গে সেই সকলকে শোনেন যারা শুভকর্ম সহ তাঁর কাছে এসে প্রার্থনা করে। এভাবে প্রার্থনা করছিলেন বিধায় সেনাপতি কর্নেলিউসও সাড়া পেতে যোগ্য হয়ে উঠলেন, কেননা *তিনি জনগণের প্রতি অর্থদানে যথেষ্ট দানশীল ছিলেন এবং সর্বদাই ঈশ্বরের কাছে মিনতি নিবেদন করতেন* [খ]। বেলা তিনটের দিকে প্রার্থনা করছিলেন, এমন সময় তেমনই মানুষের কাছে এক [স্বর্গীয়] দূত দেখা দিলেন যিনি তাঁর পরিশ্রমের বিষয়ে সাক্ষ্য দিলেন; দূতটি বলেছিলেন: *তোমার প্রার্থনা ও তোমার অর্থদান সবই স্মৃতিচিহ্ন রূপে ঊর্ধ্বে ঈশ্বরের চরণে পৌঁছেছে* [গ]।

৩৩। আমাদের শুভকর্ম যে যাচনার জন্য ঈশ্বরের কাছে সুপারিশ করে, সেই যাচনা দ্রুতই ঈশ্বরের কাছে উপনীত। এভাবে রাফায়েল দূত প্রার্থনা ও শুভকর্মে নিত্য রত তোবিতের কাছে দেখা দিয়ে বললেন, *ঈশ্বরের কর্মকীর্তি প্রকাশ করা ও স্বীকার করা, তা সমীচীন। তাই একথা জেনে নাও যে, যখন তুমি ও সারা প্রার্থনায় রত ছিলে, তখন আমিই তোমাদের প্রার্থনার স্মৃতিচিহ্ন প্রভুর গৌরবের সাক্ষাতে উপস্থিত করতাম। আর যখন তুমি সরলতার সঙ্গে মৃতদের সমাধি দিতে, এবং উঠে ভোজ ছাড়তে দ্বিধা না করে বরং সেই মৃতলোকের সমাধি-ব্যবস্থা করতে গিয়েছিলে, তখন তোমাকে পরীক্ষা করতেই আমি প্রেরিত হয়েছিলাম। আর ঈশ্বর তোমাকে ও তোমার পুত্রবধূ সারাকে নিরাময় করতে আমাকে আবার প্রেরণ করলেন। কেননা আমি রাফায়েল, সেই সপ্ত পুণ্যদূতের একজন, যাঁরা প্রভুর গৌরবের সাক্ষাতে দাঁড়াই এবং [তাঁর সাক্ষাতে] প্রবেশ করি ও প্রস্থান করি* [ক]।

ঈশাইয়ার মধ্য দিয়েও প্রভু আমাদের একই ধরনের জিনিস স্মরণ করান ও সেবিষয়ে উপদেশ দেন; তিনি বলেন, *অন্যায্যতার যত গিঁট খুলে দাও, ক্ষমতাহীন জোয়ালের বন্ধন মুক্ত কর, অত্যাচারিতকে শান্তি ভোগ করতে ছেড়ে দাও, যত অন্যায় জোয়াল ছিন্ন কর। ক্ষুধিতের সঙ্গে তোমার খাবার ভাগ করে নাও, গৃহহীন দীনহীনকে আশ্রয় দাও। উলঙ্গকে দেখলে তাকে বস্ত্র পরিয়ে দাও, তোমার আপন জাতির মানুষের প্রতি বিমুখ হয়ো না। তবেই তোমার আলো ঠিক সময়ে উজ্জ্বল প্রকাশ পাবে, তোমার পোশাক শীঘ্রই জেগে উঠবে! তোমার আগে আগে ধর্মময়তা চলবে, আর প্রভুর গৌরব তোমাকে চারদিকে ঘিরে রাখবে। তখন তুমি ডাকবে আর প্রভু সাড়া দেবেন; তুমি চিৎকার করবে আর তিনি বলবেন: 'এই যে আমি!'*(খ)

ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি তাদের প্রার্থনা শুনবেন ও রক্ষা করবেন যারা অন্যায্যতার বন্ধন থেকে হৃদয় মুক্ত ক'রে ও ঈশ্বরের আদেশ মত অর্থদানের মধ্য দিয়ে তাঁর সেবকদের সহায়তা ক'রে ঈশ্বর যা করতে আজ্ঞা করেছেন তা শোনে: তারা শোনে বিধায় ঈশ্বরও তাদের শোনেন। সঙ্কটের সময়ে ভাইদের দ্বারা আর্থিক সাহায্য পেয়ে ধন্য প্রেরিতদূত পল বললেন, শুভকর্ম ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত বলি হয়ে ওঠে: *আমি তোমাদের কাছ থেকে এপাফ্রদিতসের মাধ্যমে যা যা পেয়েছি, তাতে আমার চাহিদা পরিপূর্ণ হয়েছে: সেই দান যেন এক সৌরভ, ঈশ্বরের গ্রহণীয় এক প্রীতিকর যজ্ঞবলি* (গ)। বাস্তবিকই, মানুষ যখন গরিবের প্রতি দয়া দেখায়, সে তখন ঈশ্বরকেই ধার দেয়; আর সবচেয়ে নিঃস্বদের প্রতি যে দানশীল, সে ঈশ্বরেরই প্রতি দানশীল—ঈশ্বরের কাছে সে আত্মিক সুরভিত বলিই উৎসর্গ করে।

৩৪। আমরা দেখেছি, তাঁদের প্রার্থনা-কর্তব্য-সম্পাদনে সেই তিনজন বালক বিশ্বাসে বলীয়ান ও বন্দিদশায় বিজয়ী হয়ে দানিয়েলের সঙ্গে তৃতীয়, ষষ্ঠ ও নবম ঘণ্টা উদ্‌যাপন করে প্রার্থনা করতেন—আর তাই করতেন সেই ত্রিত্ব-রহস্যের খাতিরে যা চরমকালে প্রকাশিত হবার কথা। কেননা তৃতীয় ঘণ্টার দিকে অগ্রসর হতে হতে প্রথম ঘণ্টা ত্রিত্বের পূর্ণ সংখ্যাটি প্রকাশ করে, ষষ্ঠ ঘণ্টার দিকে অগ্রসর হতে হতে চতুর্থ ঘণ্টাও আবার ত্রিত্বকে প্রকাশ করে; আর যখন সপ্তম ঘণ্টার মাধ্যমে নবম ঘণ্টা পূর্ণতা লাভ করে, তখন সেই স্বয়ংসম্পূর্ণ ত্রিত্বকে প্রতি তিন ঘণ্টায় গণনা করা হয়: ঈশ্বরের উপাসকেরা

আগে থেকেও প্রার্থনার এই আধ্যাত্মিক কাল নির্ধারণ ক'রে নির্দিষ্ট রীতি ও সময় অনুসারেই প্রার্থনা উদ্‌যাপন করতেন; আর পরবর্তীকালে যা ঘটেছে, তা স্পষ্ট প্রকাশ করল, ধার্মিকেরা যে এভাবে প্রার্থনা করছিলেন তা একটা পূর্বলক্ষণ ছিল। কেননা তৃতীয় ঘণ্টায়ই শিষ্যদের উপর সেই পবিত্র আত্মা নেমে এলেন যাঁর দ্বারা প্রভুর প্রতিশ্রুত অনুগ্রহ সিদ্ধিলাভ করল। একইপ্রকারে পিতর ষষ্ঠ ঘণ্টায় ছাদে গিয়ে একটা চিহ্ন ও স্বয়ং ঈশ্বরের দিশারী কণ্ঠস্বর দ্বারা আদেশ পেলেন, তিনি যেন সকলকেই গ্রহণ করে নেন, যাতে সকলেই পরিত্রাণের অনুগ্রহ লাভ করে—কারণ আগে তাঁর সন্দেহ ছিল, বিধর্মীদের বাপ্তিস্ম দেওয়া যাবে কিনা। স্বয়ং প্রভু ষষ্ঠ ঘণ্টায় ক্রুশবিদ্ধ হয়ে নবম ঘণ্টায় নিজের রক্তে আমাদের পাপ ধৌত করলেন, এবং যাতে আমাদের মুক্তিকর্ম সাধন করতে ও সঞ্জীবিত করতে পারেন সেই সময়ই নিজের যন্ত্রণাভোগে বিজয় লাভ করলেন।

৩৫। কিন্তু, হে প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, প্রাচীনকালের পালিত সেই ঘণ্টাগুলো ছাড়া (ক) আমাদের জন্য এখন প্রার্থনার কাল ও তাৎপর্য বৃদ্ধি লাভ করল; কেননা ভোরবেলায়ও আমাদের প্রার্থনা করা উচিত যাতে প্রভুর পুনরুত্থান প্রাতঃকালীন প্রার্থনায় উদ্‌যাপিত হয়। পবিত্র আত্মা প্রাচীনকালেও সামসঙ্গীত-মালায় ইঙ্গিত করেছিলেন, যেমন: *আমার রাজা, আমার ঈশ্বর! তোমার কাছেই আমি প্রার্থনা করব। প্রভু, প্রভাতে তুমি শুনবে আমার কণ্ঠ; প্রভাতে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকব, তোমার দিকে চেয়ে থাকব* (খ)। নবীর মুখ দিয়ে প্রভু এ কথাও বলেন: *প্রভাতে তারা আমার জন্য চেয়ে থাকবে, ও আমাদের ঈশ্বর প্রভুর কাছে ফিরবে* (গ)। আবার দিনের শেষে সূর্য অস্ত গেলে তখনও আমাদের প্রার্থনা করা দরকার, কেননা, যেহেতু খ্রিষ্টই প্রকৃত সূর্য ও প্রকৃত দিন, সেজন্য সূর্যাস্তের সময়ে আমরা যখন প্রার্থনা ও যাচনা করি যেন আলো আমাদের উপর পুনরায় আগমন করে, তখন আমরা প্রকৃতপক্ষে সেই খ্রিষ্টেরই আগমনের জন্য প্রার্থনা করি যিনি আমাদের সনাতন আলোর অনুগ্রহ দান করবেন। স্বয়ং পবিত্র আত্মাই সামসঙ্গীত-মালায় খ্রিষ্টকে দিন বলে অভিহিত করেন; তিনি বলেন: *গৃহনির্মাতারা যে প্রস্তরটি প্রত্যাখ্যান করল, তা তো হয়ে উঠেছে সংযোগপ্রস্তর; এ কাজ স্বয়ং প্রভুরই কাজ, আমাদের দৃষ্টিতে তা আশ্চর্যময়। এই তো সেই দিন, যা স্বয়ং প্রভুই গড়লেন, এদিনে, এসো, মেতে উঠি; এসো, আনন্দ করি* (ঘ)। তিনি যে সূর্য বলে অভিহিত, এবিষয়ে নবী মালাখিও সাক্ষ্যদান

করেন যখন বলেন: *প্রভুর নাম ভয় কর যে তোমরা, তোমাদের জন্য উদিত হবেন ধর্মময়তার সেই সূর্য, যাঁর পাখায় রয়েছে আরোগ্যদান* [ঙ]। তাই যখন পবিত্র শাস্ত্রে খ্রিষ্টই প্রকৃত সূর্য ও প্রকৃত দিন, তখন এমন সময় নেই যে সময় খ্রিষ্টভক্তরা ঈশ্বরের অবিরত আরাধনা থেকে বিরত থাকবে, যাতে করে আমরা যারা খ্রিষ্টে অর্থাৎ কিনা সূর্যে ও প্রকৃত দিনে রয়েছি, সারা দিন ধরেই প্রার্থনা ও মিনতিতে রত থাকি। আর যখন রাত আবার আসে, তখন যারা প্রার্থনায় রত আছে, রাত্রিকালীন অন্ধকার থেকে তাদের কাছে কোন বিপদ আসতে পারে না, কেননা আলোর সন্তানদের কাছে রাতও দিনের মত আলোময়। আসলে, যার হৃদয়ে আলো রয়েছে, সে কবেই বা আলো-বিহীন হতে পারে? আর যার পক্ষে খ্রিষ্টই সূর্য ও দিন, তার পক্ষে কবেই বা সূর্য ও দিন অস্তগমন করতে পারে?

৩৬। তাই আমরা যারা খ্রিষ্টে, অর্থাৎ নিত্য আলোতে রয়েছি, সেই আমরা যেন রাত্রিকালেও প্রার্থনা থেকে বিরত না থাকি। এভাবেই তো সেই বিধবা আন্না অবিরত প্রার্থনা ও নিশিজাগরণ পালন করে ঈশ্বরের কাছে নিজেকে গ্রহণীয় করায় রত ছিলেন, যেমনটি সুসমাচারে লেখা আছে: *তিনি মন্দির থেকে কখনও দূরে না গিয়ে উপবাস ও প্রার্থনায় রত থেকে রাত-দিন উপাসনা করে চলতেন* [ক]। তেমন কথাই বিবেচনা করুন সেই বিজাতীয়রা যাঁরা এখনও আলোপ্রাপ্ত হননি, আর সেই ইহুদীরা যাঁরা আলো থেকে বঞ্চিত হয়ে অন্ধকারে রয়ে গেলেন; আমরা কিন্তু, হে প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, আমরা যারা প্রভুর আলোতে নিত্যই রয়েছি, যারা সেই সবকিছু স্মরণ ও রক্ষা করি যে সবকিছু ঐশঅনুগ্রহ দ্বারা আমরা হতে শুরু করেছি, সেই আমরা রাতকে দিন বলে গণ্য করি।

আমাদের বিশ্বাস করতে হবে, আমরা নিত্যই আলোতে চলছি—যে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে গেছি, তা যেন আমাদের বাধা না দেয়: রাত্রিকাল যেন আমাদের প্রার্থনা বিঘ্নিত না করে, রাত্রিকালীন প্রার্থনায় আমরা যেন এমনিই উদাসীন ভাবে সময় অপব্যয় না করি। ঈশ্বরের করুণা দ্বারা আত্মিক দিক থেকে নবসৃষ্ট ও নবজন্মপ্রাপ্ত হয়ে, এসো, আমাদের যা হওয়ার কথা তারই অনুকরণ করি: আমরা যখন সেই রাজ্যেই বসবাস করতে আহূত, যে রাজ্য কোন রাত চেনে না, কেবল দিন-ই চেনে, তখন এসো, রাত্রিকালে জাগ্রত থাকি ঠিক দিনমানেই যেন; আমরা যখন পরলোকে ঈশ্বরের কাছে

প্রার্থনা ও ধন্যবাদ জানাতে আহূত, তখন এসো, ইহলোকেও অবিরত প্রার্থনা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে চলি।

———————————

১ (ক) লুক ১:৭৯।

২ (ক) যোহন ৪:২৩।

(খ) যোহন ১৪:৬।

(গ) মার্ক ৭:৮।

৩ (ক) ১ যোহন ২:১।

(খ) যোহন ১৬:২৩।

(গ) যোহন ১৬:৩ দ্রঃ। পুত্র নিজে যে প্রার্থনা শিখিয়েছেন, পিতার কাছে যাবার জন্য সেই প্রার্থনা ব্যবহার করার চেয়ে যোগ্যতর ও কার্যকর উপায় নেই।

৪ (ক) মথি ৬:৬।

(খ) যেরে ২৩:২৩-২৪ দ্রঃ।

(গ) প্রবচন ১৫:৩।

(ঘ) মথি ৯:৪।

(ঙ) প্রত্যা ২:২৩।

৫ (ক) ১ শামু ১:১৩

(খ) সাম ৪:৫ লাতিন পাঠ্য দ্রঃ।

(গ) বারুক ৬:৫ লাতিন পাঠ্য দ্রঃ।

৬ (ক) লুক ১৮:১০-১৪।

৭ (ক) মথি ৬:৯-১৩ লাতিন পাঠ্য অনুসারে। সেইকালে প্রভুর প্রার্থনার দু'টো পাঠ্য প্রচলিত ছিল যেগুলোর বচন স্থানে স্থানে কিছুটা ভিন্ন, যেমন

- 'তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি মর্তেও পূর্ণ হোক' এবং 'তোমার ইচ্ছা স্বর্গে ও মর্তে পূর্ণ হোক'। এবিষয়ে সাধু কিপ্রিয়ানুসের প্রায় দেড়'শ বছর পরে সাধু আগস্তিন বলেন যে, তাঁর অঞ্চলেও 'তোমার ইচ্ছা স্বর্গে ও মর্তে পূর্ণ হোক' বচনটি খুব প্রচলিত ছিল।

- ‘আমরা প্রলোভনে চালিত হব তা হতে দিয়ো না’ এবং ‘আমাদের প্রলোভনে চালিত করো না।’ এক্ষেত্রে প্রকৃত বচন ছিল, ‘আমাদের প্রলোভনে চালিত করো না’। সাধু কিপ্রিয়ানুস ‘আমরা প্রলোভনে চালিত হব তা হতে দিয়ো না’ ব্যবহার করায় তাঁর ধর্মগুরুর তের্তুল্লিয়ানুসের উপস্থাপিত ব্যাখ্যাই ব্যবহার করেন। অর্থাৎ, ‘আমরা প্রলোভনে চালিত হব তা হতে দিয়ো না’ বচনটি হল ‘আমাদের প্রলোভনে চালিত করো না’ এর ব্যাখ্যা।

- ‘অনর্থ থেকে আমাদের নিস্তার কর’ এবং ‘সেই ধূর্তজন থেকে আমাদের দূরে নিয়ে যাও।’ ‘অনর্থ’ ও ‘ধূর্তজন’ (অর্থাৎ শয়তান) শব্দ দু’টোই আদিমণ্ডলীর সময় থেকে প্রচলিত ছিল।

তাছাড়া লক্ষণীয় বিষয় হল, প্রভুর প্রার্থনার ৪র্থ বচন কোন কোন অঞ্চলে ৩য় বচনের জায়গায় স্থান পেত। অর্থাৎ,

হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা,
তোমার নাম পবিত্র বলে প্রকাশিত হোক,
তোমার ইচ্ছা স্বর্গে ও মর্তে পূর্ণ হোক
তোমার রাজ্য আসুক।

৮ (ক) ঐক্য, শান্তি ও পরস্পরিক একাত্মতা, এটিই সাধু কিপ্রিয়ানুসের সমস্ত লেখার মুখ্য বিষয়; তাঁর ধারণায় ঐক্যই বিশেষভাবে খ্রিষ্টমণ্ডলীর প্রকৃত বৈশিষ্ট।

(খ) দা ৩:৫১ দ্রঃ।

(গ) প্রেরিত ১:১৪।

(ঘ) সাম ৬৮:৭ লাতিন দ্রঃ।

৯ (ক) মথি ৬:৯।

(খ) যোহন ১:১১-১২।

(গ) দ্বিঃবিঃ ৩৩:৯।

(ঘ) মথি ২৩:৯।

(ঙ) মথি ৮:২২।

১০ (ক) যোহন ৮:৪৪।

(খ) ইশা ১:২-৪।

(গ) যোহন ৮:৩৪-৩৫।

১১ (ক) ১ শামু ২:৩০।

(খ) ১ করি ৬:২০।

১২ (ক) মথি ৬:৯।
(খ) লেবীয় ১১:৪৫।
(গ) ১ করি ৬:৯-১১।
১৩ (ক) মথি ৬:১০।
(খ) মথি ২৫:৩৪।
(গ) মথি ৮:১১।
১৪ (ক) মথি ৬:১০।
(খ) মথি ২৬:৩৯।
(গ) যোহন ৬:৩৮।
(ঘ) ১ যোহন ২:১৫-১৭।
১৬ (ক) গা ৫:১৭-২২।
১৭ (ক) মথি ৬:১০।
১৮ (ক) মথি ৬:১১
(খ) যোহন ৬:৫১।
(গ) যোহন ৬:৫৩।
১৯ (ক) লুক ১৪:৩৩।
(খ) মথি ৬:৩৪।
(গ) ১ তি ৬:৭-১০।
২০ (ক) লুক ১২:২০।
২১ (ক) প্রবচন ১০:৩।
(খ) সাম ৩৭:২৫।
(গ) মথি ৬:৩১।
২২ (ক) মথি ৬:১২।
(খ) মথি ১৮:৩২।

(গ) ১ যোহন ১:৮-৯।

২৩ (ক) মথি ৭:২।

(খ) মার্ক ১১:২৫-২৬।

(গ) মথি ৫:৯ দ্রঃ।

২৪ (ক) ১ যোহন ৩:১৫।

২৫ (ক) মথি ৬:১৩।

(খ) ২ রাজা ২৪:১১।

(গ) ইশা ৪২:২৪-২৫।

(ঘ) ১ রাজা ১১:১৪।

২৬ (ক) যোব ১:১২।

(খ) যোহন ১৯:১১।

(গ) মথি ২৬:৪১।

২৭ (ক) মথি ৬:১৩।

২৮ (ক) ইশা ১০:২২-২৩ দ্রঃ।

(খ) যোহন ১৭:৩।

(গ) মথি ১২:২৯-৩১।

(ঘ) মথি ২২:৪০।

(ঙ) মথি ৭:১২।

২৯ (ক) লুক ৫:১৬।

(খ) লুক ৬:১২।

৩০ (ক) লুক ২২:৩১-৩২।

(খ) যোহন ১৭:২০-২১।

৩১ (ক) পরমগীত ৫:২।

(খ) কল ৪:২।

৩২ (ক) তোবিত ১২:৮।

(খ) প্রেরিত ১০:২।

(গ) প্রেরিত ১০:৪।

৩৩ (ক) তোবিত ১২:৭, ১২-১৫।

(খ) ইশা ৫৮:৬-৯।

(গ) ফিলি ৪:১৮।

৩৫ (ক) প্রেরিত ৩:১ … দ্রঃ।

(খ) সাম ৫:৩-৪।

(গ) হো ৬:১।

(ঘ) সাম ১১৮:২২-২৪।

(ঙ) মালা ৩:২০।

৩৬ (ক) লুক ২:৩৭।